নিশকামিনী কাব্য ।

চুঁচুড়া দেপাড়া নিবাসী

শ্রীবিপিন বিহারী দে

বিরচিত ।

কলিকাতা,

৩ নং সেখালি লেন, ক্যানিং প্রেসে

শ্রীনন্দলাল বসাক দ্বারা

মুদ্রিত।

[illegible] সাল ।

নৈশকামিনী কাব্য।

চুঁচুড়া দেপাড়া নিবাসী

শ্রীবিপিন বিহারী দে

বিরচিত।

কলিকাতা,

৩ নং ফেয়ার্লি প্লেস, ক্যাম্ব্রিজ ষ্টীম প্রেসে

শ্রীনন্দলাল বল্লভ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩০০ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

[illegible]!

আমি যে তোমার নিকট হইতে বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছি ইহা কখন অস্বীকার্য্য নহে। তুমি বহু যত্নে ও বহু পরিশ্রমে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে পবিত্র বাঙ্গালা ভাষারূপ অমৃত নিক্ষেপ করিয়া আমার এই নীচ অথচ উন্নত হৃদয়কে "মেনকামোহিনী কাব্য" রূপ বীচিমালা পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ সাগরের পার হইতে উৎসাহিত করিয়াছ; আমিও প্রোৎসাহিত হইয়া তোমার মত অল্প বয়স্ক অথচ বহুগুণ বিশিষ্ট নাবিকের উপর নৌকা রাখিয়া এই দুস্তর সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়াছি। বলিতে কি, তুমিই আমার এই পুস্তকের একমাত্র কাণ্ডারী, আমি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র; ভাই! আমার যৌবন স্বভাব সুলভ বশতঃ এই পুস্তকখানি আদিরসাত্মক হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য কি আমি মহোদয়গণের বিশেষতঃ বিজ্ঞ লোকের নিকট দূষণীয় হইব? "এ অনর্থের সঙ্গে কি সেই অনর্থের ন্যায় ফুরাইবে?" আকাশবাণী হইল "না, না, তুমি ত মিথ্যা মূর্খের ন্যায় নীতিশাস্ত্র রচনা কর নাই যে তুমি জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইবে।" উক্ত দৈববাণী শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করতঃ আমি এই পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া, তোমাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় সাদরে [illegible] প্রার্থনা করি যেন ইহা তোমার [illegible]

সোদরোপম

শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দে

সৌজন্য সৌশীল্য সমাশ্রয়েষু।

অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গিনীও সাগর মুখে ধাবমানা হয়। একথা সাধারণেরই হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা আছে। তোমার কাব্য বাঙ্গালা ভাষার রত্ন স্বরূপ নাই হইল—কিন্তু ইহাতে মনের উদ্বেগ শান্ত হইবে। যে জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হয়—সে জল কি ক্ষুদ্র তারকার প্রতিবিম্ব ধারণ করেনা?

কোন সুবিজ্ঞ বলিয়াছিলেন যে—"পূর্ব্বে মিত্রাক্ষরের আদর যথেষ্ট ছিল" বাস্তবিক পুরাকালে মনের মিল থাকাতে সকলেই মিত্রাক্ষরের আদর করিত। একতা স্বর্গীয় সামগ্রী কিন্তু অধুনা অনৈক্যতা বশতঃ "শত্রুক্ষরের" আদর বেশী। এ স্থলে কৃতকার্য্য হওয়া অসীম সাহসের পরিচায়ক। এক্ষণে তো বনিতার অলঙ্কার আত্মসাৎ পূর্ব্বক পুস্তক ছাপাও—"অপরঞ্চ কিং ভবিষ্যতি" গুণি গণের বিচার্য্য!

যৌবন স্বভাব সুলভ বশতঃ গ্রন্থখানি আদিরাসক করিয়াছ মিষ্টেও পরিতৃপ্তি রূপ দোষ লক্ষিত হয়। যোগ্যে যোগ্যে মিলিলে প্রীতির উচ্ছ্বাস হয়।

শুভার্থিঃ

শুভঙ্করী শ্রী ব্রজবল্লভ কাব্যকণ্ঠ বিশারদ।

বাণী আবাহন।

"হিমচন্দন কুন্দেন্দু কুমুদাম্ভো সন্নিভাং।
স্বরস্বতীম্ নমস্কৃত্য ক্রিয়তে নৈশ কামিনীঃ"

১

প্রণমামি—বীণাপাণি! শ্বেত পদ্মাসনা।
শত চন্দ্র জ্যোতিঃ ঢালা!
শত বিশ্ব রূপে আলা!
গলায় কমল মালা কমল ভূষণা॥
সঞ্জীবনী বীণা কোলে—
আলাপে ব্রহ্মাণ্ড ভোলে;
চরণ সরোজ তব, ত্রিদিব-বাসনা।
প্রণমামি—বীণাপাণি! শ্বেত পদ্মাসনা॥

২

বর্ণিব "নৈশকামিনী" ভাবিয়াছি মনে।
পড়িয়া বিষম দায়—
ডাকিতেছি মা তোমায়,
তোমার করুণা বিনা হইবে কেমনে?

৩

হা বাণি! অবোধ আমি, আমার দ্বারায়
এ কার্য্য কেমনে হবে?
জননি! বলগো তবে—
বিফল বাসনা মোর—হল কি ধরায়?

৪

তাইবা কেমনে হবে! খদ্যোত যথা
রজনীর ছায়া মাখি,
বন অন্তরালে থাকি,
করেগো মা কাননের শোভা সংবর্দ্ধন।
তুচ্ছ বালুকণা'পর
পড়িলে চাঁদের কর,
উজ্জ্বল 'হীরক প্রভা' ধরে সে কেমন!
বিপিন বিহারী ভবে—
যদি ও চরণ লভে,
কেননা হইবে তার বাসনা পূরণ?

৫

যে পদ সাদরে করে দেবে উপাসনা।
হৃদে' ধরি সে চরণ—
করিব মা সন্তরণ,
অগাধ জলধি-জলে; কূল কি পাবনা?
কেন এ মনের ভুল?
অবশ্য পাইব কূল;
করুণাময়ীর যে গো অসীম করুণা॥

৬

কিন্তু গো সংসারে কত বিঘ্ন বিড়ম্বনা।
কেমনে এড়িব তায়!
শত-শত-কবি যায়—
পূরাতে পারেনি' নিজ মনের বাসনা॥
কত কবি এ অবধি
সযতনে নিরবধি,
ও তব চরণযুগ করিল সাধনা।
ইহা দেখি নিত্য নিত্য
ব্যথিত হয় মা চিত্ত;
আমারেও তবে কি গো করিবে ছলনা?

তবে বেহায়ার মত
আকুল আগ্রহে কত
লেখনী ধরিনু কেন বলিতে পারিনা ॥
একটু স্নেহের ভাষা
একটুকু ভালবাসা
একটু উৎসাহ কারো যদিরে পাবনা।
লেখনী ধরিনু কেন বলিতে পারি না ॥

৭

মনে মনে জানি যদি পা'ব উপহাস।
উন্মত্ত ক্ষিপ্তের মত
আকুল আগ্রহে কত
তথাপি হতেছি কেন দুরাশার দাস ?

* * * * * * *

৮

দেবি !
বস বস শূন্য আছে চিত্ত কুশাসন।
ক্ষুদ্র দেহে যত শক্তি
ক্ষুদ্র মনে যত ভক্তি
করিব তোমার সেবা করিলাম পণ ॥
লইয়া তোমার নাম
অবিরাম অবিশ্রাম
অগাধ জলধিলে-জলে দিব সন্তরণ।
এস এস শ্বেত ভূজা
করি ও চরণ পূজা
সাদরে হৃদয় মাঝে করিয়া ধারণ ॥

৯

তুমি না করিলে কৃপা সকলি বিফল।
কত কলঙ্কের কালি
কত 'ছি' 'ছি' কত গালি
ভবিষ্যত ভরা দেবি লাঞ্ছনা কেবল ॥

এই যে বিশাল ধরা
হিংসা, দ্বেষে খালি ভরা
নাহি এ ধরায় এক বিন্দু অশ্রুজল।
আমি যা'ব অধঃপাতে
ক্ষতি নাই কারো তাতে
হাঁসিবে কেবল মাত্র নীচা'শয় খল ॥

১০

বিচিত্র এ সংসারের কাণ্ড বোঝা ভার।
দাও দিব্য জ্ঞান দিয়ে
দিব্য পথ দেখাইয়ে
তুমি না করিলে কৃপা কে করিবে আর ?
তোমারে লইলে কোলে
সকলি যাইব ভুলে
এস এ হৃদয়ে তবে এস একবার।
তুমি বিনা পৃথিবীতে
একটু শান্তনা দিতে
এ দগ্ধ জ্বলন্ত চিতে নাহি কেহ আর ॥
নতুবা হইবে যে গো কলঙ্কই সার ॥

১১

তুমি না করিলে কৃপা কে করিবে আর
দুর্ব্বল জীবন তরী
বল না কেমনে তরি
চারিপাশে বিপদের অকুল পাথার ॥
বিড়ম্বিত মোর মত
হতভাগ্য কবি কত
আছে মা এ বিশ্ব মাঝে সংখ্যা নাহি তার।
প্রস্তুত অন্নেতে বালি
পরিশ্রম সার খালি
নিরাশায় নিপীড়িত চিত্ত সবাকার ॥
তাহাতেই পাই ভয়
তা যেন গো নাহি হয়
লইল স্মরণ দাস চরণে তোমার।

দাও এই ভিক্ষা চাই
স্বার্থ যেন ভুলে যাই
নিঃস্বার্থ ভাবেতে করি পর উপকার ॥
এস এস শক্তীশ্বরী
নিজ গুণে কৃপা করি
পুরাও কমলকান্তে কামনা আমার ॥

নৈশকামিনী কাব্য।

প্রথমঃ স্তবকঃ।

পূর্ব্বকালে ছিলেন নৃপতি একজন॥
অবন্তীর অধিপতি
সুজন সুশীল অতি
দণ্ডী অভিধান তাঁর বিদিত ভুবন॥

২

ধনেতে কুবের সম তেজেতে তপন।
যুদ্ধে বীর—বুদ্ধে ধীর
প্রিয় পুত্র পৃথিবীর
সর্ব্ব প্রাণিহিতে রত বিশ্বাস ভাজন॥

৩

পরগুণে প্রীতি তাঁর ছিল অনুক্ষণ।
প্রতাপে মাতঙ্গবর
স্মরণে আতঙ্ককর
পুত্রবৎ করিতেন প্রজার পালন॥

৪

অপুরূপ বনে তিনি মৃদুল সমীর।
কুজনের প্রতি তিনি
কঠিন কুলীশ জিনি
সরলতা গুণে ঠিক তটিনীর নীর॥

৫

কতশত নৃপ তাঁর ছিল আজ্ঞাধীন।
ঘোর শক্র অহঙ্কার
মনেতে না ছিল তাঁর
কাতর হ'তেন তিনি দেখে যত দীন॥

৬

সৈন্য সহ তিনি যবে যেতেন সমরে।
যুদ্ধত দূরের কথা
কেহনা তিষ্ঠিত তথা
শত্রুর শোণিত বিন্দু শুষ্ক হ'ত ডরে॥

৭

থাকুক অন্যের কথা দূরে; তাঁর ডরে—
বিষপানে বিষধর
ত্যজিবারে কলেবর
সশঙ্কিত চিতে গিয়া প'শেছে বিবরে॥

৮

ছিলেন বিনয়ী তিনি ধর্ম্ম পরায়ণ।
তাঁর দান দেখে বলী
পাতালে গেছেন চলি
বিষাদে ত্রিদিব রাজ্য দিয়া বিসর্জ্জন॥

৯

ভুজের ভিতর ধরা ছিল গুণে তাঁর।
শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তিনি
রূপ রতিপতি জিনি
পুত্রও হইলে দোষি পেতনা নিস্তার॥

১০

প্রজাগণ সদা তাঁর গাহিত সুযশ।
বন্ধুগণে শীলতায়
গুরুগণে নম্রতায়
কটাক্ষে কামিনীকুল করিতেন বশ॥

১১
সতীর সতীত্ব লোপ পশুর মতন।
ঘৃণা, হিংসা, চৌর্য্য, দ্বেষ
পাতকের একশেষ
তাঁহার রাজত্ব কালে ছিলনা কখন॥

১২
অধুনা এ ভারতের দুর্দ্দশা যেমন।
ভগিনী ভ্রাতার সনে
কথা কয় পাপমনে
তাঁহার রাজত্ব কালে না ছিল এমন॥

১৩
অবন্তী নাথের গুণ কে বর্ণিতে পারে।
তাঁর রূপ গুণ যত
এক মুখে কব কত
জানিনা সহস্র মুখ পারে কিম্বা হারে॥

১৪
পবিত্র চরিত্র তাঁর করিলে শ্রবণ।
দেহ হয় পাপ শূন্য
সদত সঞ্চয় পুণ্য
সভয় অন্তরে দুঃখ করে পলায়ন॥

১৫
একদা অবন্তীপতি মৃগয়া কারণ।
সৈন্য গণে সঙ্গে লয়ে
আনন্দে অধীর হ'য়ে
মহোল্লাসে করিলেন কাননে গমন॥

১৬
"অভিশাপ-তিক্তাস্বাদ" করিতে গ্রহণ।
উর্ব্বশী যে বন মাঝে
আছিল অশ্বিনী সাজে
সৈন্য সহ দণ্ডী তথা দিলা দরশন॥

১৭

কাননের শোভা হেরি প্রফুল্লিত মনে।
সঙ্গেলয়ে সৈন্য গণে
সেপ্রাহী গহন বনে
ভ্রমেন অবন্তীনাথ মৃগ অন্বেষণে॥

১৮

হেরিলেন দণ্ডীরাজ কানন ভিতরে।
শোভিতেছে শত শত
নানাজাতি বৃক্ষ কত
বিনীত কেমন তারা ফল ফুল ভরে॥

১৯

ব্যাদান করিয়া ব্যাঘ্র বদন বিশাল।
ভ্রমিছে গর্জ্জণ করি;
কোথাও বিহরে হরী—
বিললিত জিহ্বা সহ প্রকটিয়া গাল॥

২০

দেখিলেন দণ্ডীরাজ কতশত পাখী।
সুউচ্চ বিটপী পরে
বসি কলরব করে
শীতল হইল মন জুড়াইল আঁখি॥

২১

বিকট কুটীল মন সর্পের আলয়।
স্থানান্তরে আছে কত;
ভূপতির সৈন্য যত—
কত যে ভীষণ জন্তু হেরে পায় ভয়॥

২২

এরূপে কানন শোভা নিরখি নয়নে।
কতই আমোদ ভরে
কতই ভঙ্গিমা ক'রে
ভ্রমেন অবন্তীনাথ মৃগ অন্বেষণে॥

২৩

এমন সময়ে সবে করে দরশন।
সে বিজন বন মাঝে
সজ্জিত অপূর্ব্ব সাজে
সুরূপা অশ্বিনী এক করিছে ভ্রমণ॥

২৪

বিরাজে অপূর্ব্ব প্রভা বদনে তাহার।
যেন কত অনাদরে
শচীকণ্ঠ ত্যাগ ক'রে
বিলুণ্ঠিত বন মাঝে পারিজাত হার॥

২৫

অপরূপ তুরঙ্গিনী করি দরশন।
সম্বোধিয়া সৈন্য প্রতি
কহেন অবন্তীপতি—
"শ্রবণ করহ সবে আমার বচন॥"

২৬

"এ অপূর্ব্ব তুরঙ্গিনী নয়নে হেরিয়া।
কিজানি—কিজানি কেন
কি এক ভাবেতে যেন
হৃদয়ে তুলিল মোর পাগল করিয়া॥"

২৭

"অশ্বিনী ধরিয়া মোরে যদি কোনজন।
প্রদান করিতে পারে
জানিও তাহ'লে তারে
অযুত সুবর্ণ মুদ্রা করিব অর্পণ॥"

২৮

"কর অতএব' সবে অশ্বিনী বেষ্টন।
বদ্ধ পরিকর হ'য়ে
আপন অস্ত্রাদি লয়ে
অশ্বিনী ধরিতে চেষ্টা করহ এখন॥"

২৯

"মনে থাকে যেন মোর জলন্ত বচন:
যাহার নিকট দিয়া
যাইবে এ পলাইয়া
তথনি তাহারে আমি করিব নিধন ॥"

৩০

"(পুরস্কার পাবে দিলে অশ্বিনী ধরিয়া।
পলালে নিহত হবে)"
নৃপতির সৈন্য সবে—
রাখিল এ রাজাদেশ সতর্ক করিয়া ॥

৩১

উভয় সঙ্কট এবে হ'ল অশ্বিনীর।
চাহিয়া অবনী পাশে
বিষাদে তাপিত প্রাণে
মনে মনে করে ধনী সুউপায় স্থির ॥

৩২

ভাবে মনে—"আমি যদি যাই পলাইয়া।
তাহ'লেত সৈনা যত
সকলি হইবে হত
দণ্ডীর দণ্ডের বলে—আমার লাগিয়া ॥"

৩৩

"আর যদি ধৃত হই,—ভূপতি সদনে—
কিছুন লুকান রবে
সকলি প্রকাশ হবে
পরিচয় দিতে হবে অকপট মনে ॥"

৩৪

এতেক ভাবিয়া তবে উর্ব্বশী তখন।
রুদ্ধ করি যেই পথঃ—
ছিল সৈন্যগণ যত
অতিক্রম করি তাহা করে পলায়ন ॥

৩৫

অতিক্রম করি যদি অবরুদ্ধ পথ—
সবার হৃদয়ে দলি
তুরঙ্গিনী গেল চলি
প্রাণ ভয়ে সশঙ্কিত হ'ল সৈন্য যত॥

৩৬

নিরখিয়া, ভূপতির মস্তকে তখন—
হ'ল যেন বজ্রাঘাত;
ক্রোধেতে অবন্তীনাথ
রক্তজবা বিনিন্দিত করেন লোচন॥

৩৭

যে পথেতে তুরঙ্গিনী গেছে পলাইয়া।
চলিল অবন্তী পতি
অপ্রতিভ হ'য়ে অতি
আশার প্রদীপ চলে পথ দেখাইয়া॥

৩৮

বনান্তরে পড়িয়া রহিল সৈন্যগণ।
ভ্রূক্ষেপে না তাকাইয়া
তুরঙ্গমে আরোহিয়া
তুরঙ্গী আশায় নৃপ করিল গমন॥

ইতি নৈশকামিনী কাব্যে মৃগয়াবর্ণনং নামো প্রথমো স্তবকঃ।

দ্বিতীয় স্তবকঃ।

দিনকর ক্ষীণকর অস্তাচলে যায়।
পছিম গগণ' পর
ছড়ায়ে স্বর্ণ কর
ভব ধরে নবভাব সন্ধ্যার শোভায়॥

২

সরোবরে সরোজিনী মুদিল নয়ন।
নিঠুর মধুপ দল
লুটি তার পরিমল
গুন গুন স্বর ছাড়ি করে পলায়ন॥

৩

প্রশান্ত প্রকৃতি সতী অখিল ভুবন।
কাঁপায়ে কুসুম দল
কাঁপায়ে সরসী জল
কাঁপায়ে গাছের পাতা বহে সমীরণ॥

৪

দিনমান অবসান করি দরশন।
বিষাদে—বিষন্ন প্রাণে
আপন আবাস পানে
কলরবে পক্ষিকুল করিল গমন॥

৫

সুমন্দ সমীর দেহে করি পরশন।
ফুটিল যতেক ফুল
ছুটিল মধুপ কুল
সৌরভে গৌরবে তারা করিয়া গুঞ্জন॥

৬

বিশাল তপন রাজ্য করি অধিকার।
আঁধারিয়া দশদিশি
আসিল দুরন্ত নিশি
আপনার আধিপত্য করিতে বিস্তার॥

৭

নবীন হয়েছে নীল গগণ উপর।
পাতিয়া রূপের ফাঁদ
উদিল রসীক চাঁদ
দেখ'রে কৌমুদী মাখা মূরতি সুন্দর॥

৮

কুমুদিনী সুহাসিনী শুধাংশু হেরিয়া।
আনন্দ উচ্ছাশ তুলি
মুখের ঘোমটা খুলি
রসভরে হাস্যকরে হৃদয় ভরিয়া॥

৯

পবন হিল্লোল পেয়ে অঙ্গ যত নড়ে।
ততই সৌরভ ছোটে
হৃদয় উথুলে ওঠে
বঁধু প্রেমে মধু তার উথলিয়া পড়ে॥

১০

হাঁসির লহরী তুলি দিতে আলিঙ্গন।
রজত কুসুম ভাতি
নব তারকার পাঁতি
প্রেমভরে শশধরে করে দরশন॥

১১

বিষম সে ব্রহ্ম বাক্য কে করে লঙ্ঘন?
তারামম হার পরি
এল' যদি বিভাবরী
উর্ব্বশী রমণী বেশ করিল ধারণ॥

১২

সহসা অশ্বিনী বেশ লুকাল কোথায়।
মদনে সহায় করি
মোহিনী মূরতি ধরি
মদন ভামিনী যেন নামিল ধরায়॥

১৩

ক্ষণপ্রভা ক্ষণপ্রভা সে রূপ প্রভায়।
সুবর্ণ হেরিয়ে তায়
সুবর্ণ হইতে চায়
বিনোদ বদনে বিধু বড় শোভা পায়॥

১৪

কমল জিনিয়া তার বিমল বদন।
ষড়বিধ রসচয়
চুম্বনে সম্ভোগ হয়
শশধর সকলঙ্ক করি দরশন॥

১৫

কুরঙ্গ নিন্দিত চক্ষু অতি মনোহর।
কটাক্ষ সন্ধান প্রায়
সতত র'য়েছে তায়
যোজিত মদনায়ুধ ভুরুর উপর॥

১৬

শ্রবণ যুগল তার অতসী জিনিয়া।
ওষ্ঠাধর হেরি তায়
বিম্বফল মানে হায়
কি ছার পুরুষ?—নারী মজে তা দেখিয়া॥

১৭

তিলফুল জিনি চারু নাসার গঠন।
দশন কুন্দের কলি
অথবা মুকুতাবলি
পিকেরে জিনিয়া তার মধুর বচন।

কুটিল কুন্তল ভার
মনোলোভা শোভা তার
ফণিনী বিবরবাসী করি দরশন॥

১৮

বক্ষের উপমা তার দিববা কেমনে।
কিবা পীন পয়োধর
যেন যুগ্ম গিরিবর
কিম্বা যেন রবি শশী একই গগনে॥

১৯

ভুজের তুলনা বল কিবা আর বলি।
সে করের সনে বিসে
উপমা হইবে কিসে
চম্পকের কলি জিনি সুচারু অঙ্গুলি॥

২০

কদলী কাণ্ডেরে জিনি উরু মনোহর।
কটি দরশন করি
গিরী গুহা বাসি হরী
শিবের ডুম্বরু জিনি নিতম্ব সুন্দর॥

২১

অলক্ত রঞ্জিত কিবা শোভে দুটি পদ।
বচনেতে কি কহিব
কিসে বা তুলনা দিব
সরসীর মাঝে যেন শোভে কোকনদ॥

২২

কুঞ্জর মরালে জিনি ধীর সে চলন।
এ হেন রমণী নিধি
বোধ হয় যেন বিধি
রচিল নির্জ্জনে বসি হ'য়ে একমন॥

২৩

একেত বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য তাহার।
(হানিলে কটাক্ষ শরে
চিত না ধৈরয ধরে)
কতমত শোভে অঙ্গে নানা অলঙ্কার॥

২৪

সুঠাম রাখিতে নাসা শোভিছে নলক্।
মনোলোভা শোভা তার
তুলনাতে পারা ভার
তার কাছে হীনজ্যোতিঃ দামিনী ঝলক্॥

২৫

আঁখি দুটি শোভে কিবা রঞ্জিত অঞ্জন।
যেন মুখ শতদলে
নাচিতেছে কুতূহলে
অপার হরষে মাতি যুগল খঞ্জন।

২৬

কিম্বা সে বদন পূর্ণচন্দ্রের সমান।
নয়ন চকোর মত
সচঞ্চল অবিরত
মধুর অমিয় রস করিবারে পান॥

২৭

শোভিছে শ্রবণ মূলে কুণ্ডল যুগল।
যেন সে বদন খানি
ত্রিদিব অমিয় মানি
চুম্বিতে বায়ুর সনে দোলে করি ছল॥

২৮

বিনায়েছে বেণী কিবা করিয়া চিকণ।
বকুলের মালা তায়
মরি কিবা শোভা পায়
সুবাস পশিলে, মজে পুরুষের মন॥

২৯

কিম্বা বেণী দেখি তার করি অনুমান।
পাতিয়াছে জাল কেশে
অনঙ্গ ধীবর বেশে
বাঁধিবারে পুরুষের মীনরূপ প্রাণ॥

৩০

শোভিছে কোমল করে স্বুবর্ণ বলয়।
যেন বা তাহার প্রতি
তুষ্ট হ'য়ে রতিপতি
দিয়াছে ব্রহ্মাস্ত্র সব করিবারে জয়॥

৩১

বাঁধিয়াছে মধ্য দেশ ত্রিবলীর ছলে।
কুচে গজমতি হার
কি দিব উপমা তার
মন্দাকিনী ধারা যেন শোভে হিমাচলে॥
বিগত কলঙ্ক মলা
সুচারু শশাঙ্ক কলা
শম্ভুশিরে শোভে যেন কেহ ২ বলে।

৩২

কটিতটে শোভা পায় বিমল বসন।
নিতম্ব বিশাল অতি
একারণে সে যুবতী
কাঞ্চনের কাঞ্চী তারে ক'রেছে অর্পণ॥

৩৩

রক্তপদ্ম বিনিন্দিত চরণে নূপুর।
জঘনে কিঙ্কিনী রোল
মধুর নূপুর বোল
শুনিলে হৃদয় জ্বালা হ'য়ে যায় দূর॥

৩৪

ভুবন মোহিনী এই রমণী রতন।
হানিলে নয়ন বাণ
আকুল পুরুষ প্রাণ
মদন, মদনবাণে হারায় চেতন॥

৩৫

সে অপূর্ব্ব অশ্বিনীর লোভেতে আসিয়া।
দেখেন অবন্তী পতি
সুরূপা সুশীলা অতি
ষোড়শী রমণী এক আছে দাঁড়াইয়া॥

৩৬

দেখিয়া রমণী রূপ নামায়ে বদন।
রহিলেন নরপতি
লজ্জিত হইয়া অতি
অবাক মানিয়া মনে না সরে বচন॥

৩৭

উর্ব্বশীও দণ্ডীরাজে করি দরশন।
না কহিল কোন বাণী
নামায়ে বদন খানি
লাজেতে ধরার পানে স্থাপিল নয়ন॥

৩৮

চাহিলেন দণ্ডীরাজ সলাজনয়ান।
উর্ব্বশীর মুখপানে;
কত সে অধীর প্রাণে
প্রাণভ'রে সে সৌন্দর্য্য করিলেন পান॥

৩৯

দণ্ডীভালে স্বর্গসুখ নিতান্তই ছিল।
ধৈরজ বন্ধনী গুলি
রতিপতি দিল খুলি
লাবণ্যের কূপে শেষে টানিয়া ফেলিল॥

ইতি নৈশকামিনী কাব্যে উর্ব্বশীদর্শনো নামো দ্বিতীয়ঃ স্তবকঃ।

তৃতীয় স্তবকঃ।

১

এইরূপে নীরবেতে দোঁহে কিছুক্ষণ।
রহিল দাঁড়ায়ে লাজে নামায়ে বদন॥
শেষেতে অবন্তী পতি
চাহিয়া উর্ব্বশী প্রতি
সুধান সুমিষ্ট স্বরে— "কে তুমি রমণি?
নিবীড় এ বনমাঝে আছ একাকিনী?"

২

"দেবী কি মানবী কিম্বা যক্ষী বিদ্যাধরী
গান্ধর্ব্বী অথবা হবে রাক্ষসী কিন্নরী?
কে তুমি কাহার নারী
কিছুনা বুঝিতে পারি
জানিতে ব্যাকুল মন তব পরিচয়।
কি হেতু ক'রেছ এই কাননে আশ্রয়?"

৩

"না হবে সুন্দরি! তুমি মানবী কখন।
মানবী ত হয় নাক সুরূপা এমন॥
ঈশানী, ইন্দ্রানী হবে
কামের কামিনী তবে
অথবা হইবে তুমি কোন মায়াবিনী।
মানবে ছলিতে তাই ভ্রম একাকিনী॥"

৪

"অথবা করিছ হেথা অন্বেষণ কার?
সুন্দরি! আপনি মান রাখ আপনার।
কাহারে সঁপিয়া মন
হইতেছ জ্বালাতন
সকলেই ক'রে থাকে রত্ন অন্বেষণ।
রত্ন কারও অন্বেষণ করে কি কখন?"

৫

"যে যুবার প্রতি তব পড়িয়াছে মন।
অসার সংসার তার ত্রিদিব ভবন॥
দুটী করে কর রাখি
হৃদয়ে মিলিয়া থাকি
কহিবে যাহার কানে প্রণয় বচন।
সার্থক জীবন তার সার্থক জীবন॥"

৬

"সুকোমল কর তব মৃণাল নিন্দিত।
যে পুণ্যবাণের কণ্ঠে হইবে জড়িত॥
জনম সার্থক তার;
তুমি প্রেমাধিনী যার
সে কি সুধালোভে স্বর্গে কভু যেতে চায়?
তুমি স্বর্গ অবতীর্ণ তার এ ধরায়॥"

৭

যে ক'রেছে অধিকার হৃদয় তোমার।
একই সরসী তুমি নিদাঘেতে তার॥
শীতের আগুণ তার
আতপত্র বরিষার
দেহের নিশ্বাস তুমি নিদ্রার স্বপন।
আতপে শীতল ছায়া আঁধার ব জন॥

৮

"কিন্তু কি নিঠুর সেই পাষণ্ড বর্ব্বর?
জানেনা কি সে পাপাত্মা মমতা আদর?
কৃতঘ্ন তাহার কাছে
আর কি জগতে আছে
এত কি সে অভাগার হৃদয় পাষাণ?
চরণে ঠেলেছে মূর্খ মণি মূল্যবান॥"

৯

অনাদরে—অবজ্ঞায়—অযত্নে—এমন—
দুপায়ে ঠেলিল কেরে অমূল্য রতন?
কেরে সেই নরাধম
ধরার জঞ্জাল সম
মানবের হৃদে তার দানবের প্রাণ।
চরণে ঠেলেছে তাই মণি মূল্যবান॥"

১০

"সুন্দরি! আপনি মান রাখ আপনার।
মিছা কেন অন্বেষণ করিতেছ তার?
ছি! ছি! ছি! স্বর্গের দেবি!
সে রাক্ষসে মিছা সেবি
যথাসাধ্য অধোগতি ক'রোনা আত্মা'র।
মনে কর সে মূর্খের পশু ব্যবহার॥"

১১

"অনিত্য এ জীবনের যত কোলাহল।
তোমারে লইলে হৃদে ভুলিব সকল॥
এমন মোহন হাঁসি
এমন রূপের রাশী
বিচ্ছিন্ন কুসুম সম ক'রোনা বিফল।
এস এ হৃদয়ে—হৃদি করিব শীতল॥"

১২

"আমি অবন্তীর পতি দণ্ডী অভিধান।
আমারে ভজিলে নাহি হবে অপমান॥
তাহ'লে হৃদয় হ'তে
নামাবনা কোনমতে
বাসি প্রেম ভিক্ষভাবি,—তোমারে কখন।
অনিমিখে নিরখিব ও চাঁদ বদন॥"

১৩

"মনের বাঞ্ছিত ধন তুমিলো আমার।
শোণিতে করিছ মোর তাড়িত সঞ্চার॥
দুই বাহু বেষ্টি বুকে
চাহিয়া থাকিলে মুখে
শীতের সুদীর্ঘ নিশি তিলেকে পোহাবে।
হেরিলে ও মুখশশী শশী অস্তে যাবে॥"

১৪

"মিলিবেনা এ জনমে তোমার মতন।
প্রাণের অধিক প্রিয়া
হৃদয়ের পূজনীয়া
লাবণ্যের নব লীলা প্রিয় দরশন॥"

১৫

"অদ্ভুত অপূর্ব্ব তব যৌবন সাগর।
বলহেন সাধ্যকার
বুঝিবে চরিত্র তার
প্রীতির অপরাজিতা পারিজাত থর॥"

১৬

"তার সাক্ষ্য দেখ দেখি ভেবে একবার।
অতি গুরু গিরিবর
ভাসে দুটী তদু'পর
অতি লঘু হ'য়ে মন ডুবেছে আমার॥"

১৭

চাঁদেতে তোমার মুখে না হয় তুলন।
সে চাঁদ লাগেনা ভাল
সে চাঁদ কলঙ্কে কাল
সে চাঁদ যে অপবিত্র রাহুর বমন॥"

১৮

"কমলে তোমার মুখে না হয় তুলন।
কি ছার কমল চয়
শিশিরে মলিন হয়
তখন কোথায় তার সুষমা তেমন॥"

১৯

"শূন্য আছে আমার এ চিত্ত কুশাসন।
এস গো তাহাতে ব'স
বসিলে হবেনা দোষ
বিরাগে শুখা'বেনাত' নবীন যৌবন॥"

২০

"শূন্য আছে আমার এ প্রাণের কুটীর।
হেনেছ কটাক্ষ শরে
মন না ধৈরয ধরে
উত্তাল তরঙ্গ সম হৃদয় অস্থির॥"

২১

"নবীন যৌবনে মম আছে যত সুখ।
রেখেছি যতন ক'রে
সঁপিব তোমারি ক'রে
মৃদু হাসে মৃদু শ্বাসে পাবেনাত' দুঃখ॥"

২২

"আমি যে তোমারে ভাল বাসিনা, তা নয়—
তুমি কই ভাল বাস
ডাকিলে না কাছে আস
সরল হৃদয় তব সুধু বিষময়?"

২৩

"বল দেখি বিধুমুখি! কিবা তপ ক'রে—
তোমার অধর মত
বিম্বফল শোভে যত
এই শুক সুত তাহা সুখেতে বিদরে॥"

২৪

"আমারে বলনা তাহা ক'রোনা ছলনা।
আমিও করি সে তপ
আমিও করি সে জপ
পুরাব এবার হায়! মনের বাসনা॥"

২৫

"যেন বিধুমুখি! তবে কমল বয়ান।
দণ্ডীর নয়ন অলি
হেরে হ'ক কুতুহলী
সখন জুড়াক তার তাপিত পরাণ॥"

২৬

কে তুমি কোথায় বাস—শুনিতে বাসনা।
বল তবে সত্য করি
ওপদ যুগলে ধরি
আশ্রিত জনেরে ধনি! করোনা ছলনা॥

২৭

শুনিয়া ভূপের বাণী উর্ব্বশী তখন।
মুখ তুলি মৃদু হাসি
নিক্ষেপি কটাক্ষ রাশি
কহিল দণ্ডীরে তবে করি সম্বোধন—"

২৮

"শুন মহারাজ তবে পরিচয় মোর।
উর্ব্বশী আমার নাম
ত্রিদিব ভবনে ধাম
শুন কি কারণে মোর সুখনিশি ভোর॥"

২৯

ছিলাম নর্ত্তকী আমি বাসব সভায়।
প্রধানা নৃত্যেতে আমি
এ হেতু ত্রিদিব স্বামি
হেরিতেন স্নেহচক্ষে সতত আমায়॥

৩০

একদা দুর্ব্বাসা নামে কোন ঋষিবর।
(এমনি মূরতী তার
যেন ক্রোধ অবতার)
পশিলেন ধীরে ধীরে অমর নগর॥

৩১

শশব্যস্ত দেবরাজ দেখি দুর্ব্বাসায়।
পূজি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া
কৃষ্ণাজীন বিছাইয়া
করেন বসিতে আজ্ঞা সাদরে তাঁহায়।

৩২

শেষে ইন্দ্র (কপালের দোষেতে আমার)
কৌতুহল পরবশে
শুষ্ক প্রায় আদিরসে
তুলিতে নব তরঙ্গ ঋষি দুর্ব্বাসার—

৩৩

আদেশ করেন নৃত্য করিতে আমায়।
কে যে দিল কি কুমতি
চাহিয়া ঋষির প্রতি
উপহাসে অপাঙ্গেতে ঠারিলাম তায়॥

৩৪

আদিরসে অজ্ঞ ঋষি মনেতে ভাবিয়া।
নাল'য়ে কিছুর তত্ত্ব
রূপগর্ব্বে হ'য়ে মত্ত
অগত্যা করিনু নৃত্য অঙ্গ সঞ্চালিয়া॥

৩৫

যোগবলে মনোভাব জানিয়া আমার।
উপজি' বিষম ক্রোধ
দিতে তার প্রতিশোধ
রক্তবর্ণ আঁখি দুটি হ'ল দুর্ব্বাসার॥

৩৬

নিরখি আমার এই মন্দ আচরণ।
জলদ গম্ভীর রবে
কহেন দুর্ব্বাসা তবে
"এত অহঙ্কার তোর কিসের কারণ॥"

৩৭

জ্বালা দিয়া কেন মোর বাড়াইলি ক্রোধ।
কারে কর উপহাস
মনোকি হ'ল না ত্রাস
দিব আজ এ তেজের তীব্র প্রতিশোধ॥

৩৮

দিবসে ঘোটকী হবি নিশায় রমণী।
এতবলি ক্রোধভরে
সলিল লইয়া করে
দুর্ব্বাসা আমারে শাপ দিলেন অমনি॥

৩৯

তদবধি আশ্রয় করেছি একানন।
দুর্ব্বাসার অভিশাপে
পুড়িতেছি মনস্তাপে
আরণ্য পশুর মত করিয়া ভ্রমন॥"

৪০

উর্ব্বশী কহিল যদি এতেক বচন।
আনন্দিত হ'য়ে অতি
কহেন অবন্তী পতি
উর্ব্বশীর প্রতি তবে করি সম্বোধন—

৪১

"কেনবা সুন্দরি! তুমি ভ্রম বনে—বনে—
চললো হৃদয়ে ধরি
কত যে যতন করি
লয়ে যাই তোমাধনে মম নিকেতনে॥

৪২

আমার মহিষী সব আছে যত জন।
দণ্ডীর শাসন বলে
রবে তব পদতলে
সেবিবে সতত তারা তোমার চরণ॥

৪৩

তুমিই প্রধানা রাজ্ঞী হইবে আমার।
তোমারে হৃদয় হ'তে
নামাবনা কোন মতে
সেবিব দাসের মত চরণ তোমার॥

৪৪

"কি কহিলে দণ্ডীরাজ" ?—কহিল উর্ব্বশী
ছি! ছি! লাজে মরে যাই
তোমার কি লজ্জা নাই
পরের রমণী কিহে এতই রূপসী ?

৪৫

পরনারী-সনে কেন তামাসা কৌতুক ?
যৌবনের নীরে নে'য়ে
লজ্জার মাথাটি' খেয়ে,
মাখিবে কলঙ্ক কালি নির্লাজ কামুক ?

৪৬

দণ্ডীরাজ তুমি কি গো এতই বর্ব্বর ?
পরের রমনী-সনে—
কথা কও পাপমনে ;
নাহিকি তোমার হাঁহে কলঙ্কের ডর ?

৪৭

ছাড়-ছাড় নরপতি! কিঙ্কর-কিঙ্কর ?
আপনা মহিষীগণে
হৃদে লয়ে সযতনে
নবীন হরষে মাতি করগে' আদর॥

৪৮

এতকি সুন্দর পরনারীর বদন।
করিয়া তা'দরশন—
ভুলিল তোমার মন;
পরনারী-মনে আছে কি প্রেম মোহন ?

৪৯

দুরাশায় হৃদে' আর দিওনাক' স্থান।
রূপচিন্তা আসি মম—
উত্তাল তরঙ্গ সম—
করেনা অস্থির যেন তোমার পরাণ ॥

৫০

ছার রমণীর প্রেমে কেন আশাকর ?
বল, অবলার স্তব
করিয়া কিফল তব ;
বিরহ-হুতাশে কেন ভাজিবে অন্তর ?

৫১

শাপান্ত হইলে যাব ত্রিদিব ভবনে।
তখন আমা'রে হায় !
পাবেনাত পুনরায়
সে বিরহ হৃদে' সেবি রহিবে কেমনে ?"

৫২

" মিষ্ট কথা কহ কিম্বা কর তিরস্কার।"
চাহিয়া উর্ব্বশী প্রতি,
কহেন অবন্তীপতি—
" অমৃতের ন্যায় বোধ হ'তেছে আমার ॥"

৫৩

" সলিল শীতল কিম্বা অগ্নির সমান।
হয় যদি বিধু মুখি !
একবার তাব দেখি
করিতে পারেনা সেকি অনল নির্ব্বাণ ?

৫৪
স্বকীয়া—রমণী—প্রেম যেন ব্রতরাখা।
তারে কি প্রণয় বলে
কিরস তাহাতে ফলে
চক্ষু গেলে দেহ নিয়ে সে যেমন থাকা॥

৫৫
অপরূপ সুধারাশি অধরে তোমার।
যদি কেহ একবার—
জানিত সুরস তার,
সুধা আশে স্বর্গে যেতে চাহিত না আর॥

৫৬
সরসী সলিলে ফোটে কমল যখন।
বল দেখি বিধুমুখি!
নিরখি তা' হ'য়ে সুখী
কেন করে তার তরে ভ্রমর গুঞ্জন।

৫৭
পতঙ্গ প্রদীপে কেন পড়ে বা পুলকে।
তারাপূর্ণ নীলাকাশে
কেন বা সুধাংশু হাসে;
ভুজঙ্গ কেন বা ভোলে বাঁশির কুহকে?

৫৮
চপলা সে সৌদামিনী ঝলসে' নয়ন।
জুড়াতে তাপিত হিয়া
দুটী কর প্রসারিয়া
জলধর বুকে তারে ধরে কি কারণ?

৫৯
সুন্দরি! 'যদিও তুমি রবে স্বর্গপুরে।
মিছা সে ভাবনা কেন
মনে ইহা ঠিক জেন'
অন্তর হইতে কিন্তু রবেনাক' দূরে॥

৬০

দীর্ঘ দিনমান যবে অবসান প্রায়।
তখন বিটপী ছায়া
ছাড়িয়া গাছের মায়া
দূরে যায় বটে তবু নাহি ছাড়ে তায়॥

৬১

বোধ হয় তোমার ও যুগল নয়ন।
কত যে যতন ক'রে—
কত অনুরাগ ভরে
নীলোৎপল দিয়া বিধি করিলা সৃজন॥

৬২

রচিলা বদন যেন দিয়া শতদল।
কুন্দফুলে দন্তপাঁতি
যেন রাখিয়াছে গাঁথি
অধর গঠিলা দিয়া নবীন পল্লব॥

৬৩

চম্পক দলেতে দেহ করিলা গঠন।
কিন্তু এই ভাবি মনে
পাষাণেতে কি কারণে
গঠিলা নিঠুর বিধি তোমার ও মন॥"

৬৪

কহিল উর্ব্বশী তবে করি সম্বোধন।
"শুন মহারাজ শুন—
কেন মিছা পুনঃপুনঃ
কৃশাঙ্গীর স্তব তুমি করিছ সঘন॥

৬৫

আছেত এই বিশ্ব—মাঝে কতই রমণী।
উন্মত্ত ক্ষিপ্তের মত—
আকুল আগ্রহে কত.
আমারে কেনবা চাও—কি হেতু নাজানি॥

৬৬

কেমনে ভজিব আমি নৃপতি তোমায়।
হেরি পূর্ণ শশধরে
নলিনী কি হাস্ত করে
সুরম্য সরসী পানে চাতকী কি ধায়?

৬৭

সাধিছ আমারে তুমি তবে কি কারণ।
পরিহরি রত্নাকরে;
নদী কি প্রবেশ করে
ক্ষুদ্র জলাশয়ে; হ'য়ে আনন্দে মগন॥

৬৮

যাও—দণ্ডীরাজ! যাও গৃহেতে এখন।
অসহ্য বেদনা এর
যা সহেছ তাই ঢের
অনর্থক কষ্ট পাবে কিসের কারণ॥"

৬৯

"“সুধার অধিক তব মধুর বচন।”
শু'নিয়া জুড়াল হিয়া
বুঝাইব কি'যে' দিয়া"
উর্ব্বশীর প্রতি দণ্ডী কহেন তখন॥

৭০

"ছিলত গোকুলে কত গোপের রমনী।
কেমই বা কুতুহলে
রাধা-রাধা রাধা-ব'লে
বাজাত বাঁশরী হায়! শ্রীহরি আপনি॥

৭১

বড় ভালবাসি প্রিয়ে! তোমার বদন।
দেখিতেছি বার বার,
বাসনা মেটেনা আর,
যত দেখি, তত সাধ করি দরশন॥

১২

রূপাকর বিনোদিনি! ধরি দু'টী পায়।
এমন পবিত্র স্থান
বাতাসে জুড়ায় প্রাণ
এমন সুখের নিশি বিফলে পোহায়॥

১৩

কেনবা বিমুখ এতে হয়েও নবীনা।
এতরোষ কি কারণে?
জাননা কি সুলোচনে!
ফুলেতে শুধায় মধু মধুকর বিনা॥

১৪

গভীর অরণ্যে পশি—
হেরি তব মুখশশী;
ভুলেছে পরাণ মোর ভুলেছে নয়ন॥
তোমা বিনা অন্য জনে
ধরেনা আমার মনে
কেমনে করিব বল গৃহেতে গমন॥

১৫

আমারে ত ফেলে পরে জানিও সজনি!
গগন আঁধার ক'রে
এনে দিব চাঁদ ধ'রে
সদা আজ্ঞাকারী হ'য়ে রহিব আপনি॥

১৬

যেখানে প্রণয়—সেই খানেই বিচ্ছেদ।
তা'ব'লে বিরহে ভয়—
করাত' উচিত নয়;
"কহেছেন "কাঁটাল আটা অই বড় খেদ।"

৭৭

"এই ভালবাসা মনে—রেখ' চিরদিন।
পরশে' এভালবাসা হইবে মলিণ॥
পরশে' হইব কালা,
নিরখি' পাইবে জ্বালা,
থাকিলে, দূরেতে সদা দেখিবে নবীন।
ছুঁয়োনাক ভালবাসা হইবে মলিন।

৭৮

কহিলেন নটীরাজ সুমধুর স্বরে—
'সুমধুর খাদ্য পেয়ে
কেবল দেখিলে চেয়ে
না খেলে, সুন্দরি? বল উদর কি ভরে?"

৭৯

এইরূপ রসভাবে কথোপকথন।
কুটীল কামের বাণ
বিঁধিল ভূপের প্রাণ
খুলিল হৃদয় কল, করি অচেতন॥

৮০

তরুণী হৃদয়, হৃদে-করিয়া ধারণ,
সুচারু কোমল করে—
কুচপদ্ম কলি ধরে,
আবেশে করিল নৃপ বদন চুম্বন॥

৮১

বিদীর্ণ হইল বক্ষ-দৃঢ় আলিঙ্গনে।
মদন রসেতে মড়
দুঁহু কাঁপে থর থর
ব্যথিত হইল ওষ্ঠ-চুম্বনে চুম্বনে।

৮২

দেখিতে দেখিতে হ'লো নিশি অবসান।
দেখিতারে রাজভূষা
নয়ন মেলিল উষা
নানাজাতি পক্ষিকুল ধরিল সুতান॥

৮৩

যামিনী বিগত দেখি ভূপতি তখন।
উর্ব্বশীরে সঙ্গে লয়ে
আনন্দে অধীর হ'য়ে
আপনার রাজ্যে ত্বরা করিল গমন॥

ইতি শৈলকামিনী কাব্যে উর্ব্বশী সম্মিলনো নামঃ তৃতীয় স্তবকঃ

চতুর্থ স্তবকঃ।

১

নির্ম্মাইল দণ্ডীরাজ নব অনুরাগে—
অতিশয় মনোহর
উর্ব্বশী বিলাসঘর
চন্দ্র-সূর্য্য-অগোচর-পুরকেন্দ্র-ভাগে॥

২

রাজকর্ম্মে সে প্রকার নাহি আর মন।
নবীনা ললনা পে'য়ে
বারেক না' দেখে চে'য়ে
মহিষীরে ভালবাসা নাহিক তেমন॥

৩

রাজকার্য্য-আলোচনা না' করিলে নয়।
তাইত দিবস এলে
প্রাণের প্রেয়সী ফেলে
সভামধ্যে রহে ভূপ—অধীর হৃদয়॥

৪

প্রমত্ত অবন্তীপতি নব অনুরাগে।
মহিষীরা পুরাতন
তাতে নাহি পড়ে মন
পুরাণ ভুলিতে বল কয় দিন লাগে॥

৫

সিংহাসনে সমাসীন হইয়া ভূপতি।
চিত্ত না ধৈরজ ধরে
ভাবে—কতক্ষণ পরে
বিহার করিব সুখে লইয়া যুবতী॥

৬

এদিকে দিবস শেষ হইলে যখন—
নিশা হ'ল অভিমুখী
দিশাহারা বিধুমুখী
অমনি রমণী বেশ করিল ধারণ॥

৭

রাজকার্য্য অবসান করিয়া এখন—
প্রাণেশ আসিবে ঘরে;
আকাশ পাইব করে
ভাবি মনে, পরে কত বসন ভূষণ॥

৮

হেরে নিশা সানুকূল—ক'ব কত ধূম!
সজ্জা করে শয্যা পাতে;
বিস্তর বিস্তারে তা'তে—
সোহাগের কচিপাকা কোমল কুসুম॥

৯

দিনমান অবসান করি দরশন—
উর্ব্বশী আবাস পানে,
অনুরাগে তনুটানে;
উঠিল ভূপতি তবে ত্যজি সিংহাসন॥

১০

চলিলেন ধীরে ধীরে বিলাস ভবনে।
প্রেম মদে গদ গদ,
চ'লে যে'তে টলে পদ,
উঠে'ছে প্রেমের ভাব প্রেমিকের মনে॥

১১

দণ্ডীরে আসিতে দেখি উর্ব্বশী তখন।
ত্বরায় নিকটে এসে
কহে ধনী, হেঁসে হেঁসে
"এস-এস-হৃদয়েশ! কণ্ঠের ভূষণ॥"

১২

"এতক্ষণ ফেলে মোরে ছিলে বা কেমনে?
রাজকার্য্যে ব্যস্ত ছিলে—
ওখন কি ভেবে ছিলে,
প্রিয়া-সহ প্রেমালাপ হবে কতক্ষণে?

১৩

বড়ই নিদয় তুমি জেনেছি এবার।
কখন আমার তরে
তোমার না অশ্রু ঝরে
কেবলি মুখেতে তব ভালবাসা সার॥

১৪

আর কারো প্রতি বুঝি পড়িয়াছে মন।
আমারে দিইয়া ফাঁকি
করিতেছ যে চালাকী
বুঝেছি সে সব আমি— বুঝেছি এখন॥

১৫

সহজে সরলা আমি, অমায়িক মন।
তাহে বিকসিত নাথ! নবীন যৌবন॥
দারুণ বিরহ ঘোর—
হৃদয়ে সহে কি মোর?
তুমিত বোঝনা সখা—অই বড় খেদ।
এত যে সাধের প্রেমে—হবে কি বিচ্ছেদ?

১৬

তব মুখশশী বিনা কিছুই না জানি।
কুল-শীল-লাজ-মান—
তোমারে করেছি দান;
তুমি ধ্যান-তুমি জ্ঞান-তোমারেই মানি॥

১৭

কিন্তু কি নিঠুর তুমি ভাবনা তা' হায়!
জীবনের যত আশা
প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা—
বোধ হয় এই বার সকলি ফুরায়॥

১৮

ঘটেছে যে' তোমা বিনা কি দশা আমার।
বলিতে সে সব কথা
মুখে-বুকে-যেন-ব্যথা;
হিমকরে-দাহকরে, কি কহিব আর॥

১৯

রত্ন আভরণ সব অনল সমান।
জীবনেতে সুখ নাই
প্রাণ করে আইঢাই
বিরহ সহে কি!—এ'যে' অবলার প্রাণ!

২০

বলেছিলে একদিন হয় কি স্মরণ?
'তোমারে হৃদয় হ'তে
নামাবনা কোন মতে
সতত দাসের মত সেবিব চরণ॥'

২১

সে প্রেমের পরিণাম এই কি প্রাণেশ?
বেসেছিনু ব'লে ভাল
প্রতিফল দিলে ভাল
সুধা আশে হলাহল লভিলাম শেষ॥

২২

করিবে এ বিড়ম্বনা ছিল যদি মনে।
কথার কৌশলে হায়।
ভুলাইয়া অবলায়
তবে কেন বেঁধেছিলে প্রণয় বন্ধনে?

২৩

"না কহ প্রেয়সি! হেন দারুণ বচন।
কহিল অবন্তীপতি;
আনন্দিত হ'য়ে অতি,
উর্ব্বশীর, প্রতি তবে করি সম্বোধন॥

২৪

"ভুলিব কেমনে প্রিয়ে বলনা তোমায়?
যত তুমি হও পটু
আমারে বলহ কটু
বিন্দুমাত্র প্রাণাধিকে! দুঃখ নাহি তা'য়॥

২৫

তোমারে ভুলিয়ে র'ব কেমনে বলনা?
আসিতে হ'য়েছে দেরি
তাই কি এভাব হেরি,
আশ্রিত জনেরে প্রিয়ে! করে কি ছলনা?

২৬

আমিত তোমার প্রিয়ে! চিরক্রীত দাস।
বিহিত বচন ধর
কথা রাখ-ক্ষমা কর
দাওলো উচিত শাস্তি যাহা অভিলাষ॥

২৭

করে বাঁধি কলেবর চাপ' পয়োধরে।
অথবা বাসনা যাহা
মনে আছে, কর তাহা
তাহাতেও কিছু দুঃখ ভাবিনা অন্তরে॥

২৮

কিম্বা বাহুলতা পাশে আমারে বাঁধিয়া।
দংশ মোর ওষ্ঠাধর
চুম্বন তাড়না কর
প্রণয় সাগরে মোরে দাওলো ফেলিয়া॥
উঠিব বলিয়া, বুকে—
কুচগিরি দাও ঠুকে;
লইব সে সাজা প্রিয়ে! আদর করিয়া॥

২৯

বুঝিয়া-বোঝনা প্রিয়ে অই বড় দুঃখ।
এস'গো হৃদয়ে ধরি
আদরে চুম্বন করি
এখন্ কি ভাললাগে তামাসা কৌতুক?

৩০

মজে'ছে কেবল মন তোমারি পিরীতে।
যদি না কর বিশ্বাস—
এস স'রে মম পাশ,
বলি হাত দিয়া কুচ শত্তুর' শিরেতে॥"

৩১

এইরূপ রসভাবে কথপোকথন।
উর্ব্বশী দণ্ডীর প্রাণে—
কি আনন্দ কেবা জানে?
আবেশে মদন শর করিল ক্ষেপণ।

৩২

চুম্বিল অবন্তীপতি উর্ব্বশীর মুখ।
কে বল বুঝিবে আর
অন্যেরে বুঝান ভার
আছে যা'র সেই জন জানে এ'র সুখ॥

৩৩

অধরে-তাম্বুল রাগ ছিল সব যত—
নাহি সে অপূর্ব্ব শোভা!
মানস মরাল লোভা!
বদন চুম্বনে সব হইল বিগত॥

৩৪

রমণে-রমণী তবে গলিতা হইল।
গণ্ডযুগ সুবিলাসী
মুচকি মুচকি হাঁসি
বিন্দু বিন্দু স্বেদ বিন্দু বয়ানে শোভিল॥

ইতি নৈশকামিনী কাব্যে বিহার-বর্ণনো নামঃ চতুর্থঃ স্তবকঃ।

পঞ্চম স্তবকঃ।

১

যোগশীল নারদের হৃদয় দর্পণে—
বিরুদ্ধ প্রেমের ছায়া পড়িল এখন;
চলিলেন ঋষিবর দ্বারকা ভবনে—
দামোদরে, এ সংবাদ করিতে প্রেরণ॥

২

মানব অবন্তীপতি-ভূতলে জনম।
উর্ব্বশী-স্বর্গের দেবী
সে নর প্রণয়ে সেবি
করিতেছে কি কুকাজ?—ছি! ছি! কি সরম॥

৩

নর ও দেবের এই বিরুদ্ধ প্রণয়।
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে যত—
ভেদ জ্ঞান,—এও তত;
ঋষিবর নারদের হৃদয়ে কি সয়?

৪

দ্বন্দ্‌প্রিয় একে তিনি বিদিত ভূবনে।
কাযেই এ ছল ক'রে
বীণা যন্ত্র ল'বে করে
চলিলেন দ্বারকায় শ্রীহরি সদনে॥

৫

অবন্তীপতির, রতি সৌভাগ্য ঘুচিল।
সুখ' নিশি হ'ল' ভোর
ছিড়িল প্রেমের ডোর
দণ্ডীর বামাঙ্গ হেথা সঘনে নাচিল॥

৬

সম্মুখেতে বিরাজিত দ্বারকা নগরী।
ভূতলে বৈকুণ্ঠ সম—
শোভা তার নিরুপম;
অধিপতি গুণে যার আপনি শ্রীহরি॥

৭

পাত্র মিত্র মাঝে—চারু রত্ন সিংহাসনে।
বসিয়া আছেন হরি,
দশদিক আলোকরি,
তারা সহ শশী যেন শোভিছে গগণে॥

৮

নারদ প্রফুল্ল মনে—এমন সময়—
মাতাইয়া ভক্ত প্রাণ
গাহিতে গাহিতে গান
সভামধ্যে ধীরে ধীরে হ'লেন উদয়॥

৯

নারদে আসিতে দেখি অতি তাড়াতাড়ি।
সাদরে বাড়া'য়ে কর
উঠিলেন দামোদর
সমুজ্জ্বল রত্নময় সিংহাসন ছাড়ি॥

১০

সভামাঝে উপস্থিত হ'য়ে ঋষিবর।
ধরিয়া অপূর্ব্ব ভাতি
ভূমিতলে জানু পাতি
আরম্ভিলা স্তব গীতি যুড়ি দুই কর॥

১১

নারদের স্তবে হরি আনন্দিত চিতে—
নারদেরে সম্ভাষিয়া,
কৃষ্ণাজীন বিছাইয়া,
আপনার অর্দ্ধাসনে দিলেন বসিতে॥

১২
নারদের প্রতি তবে করি সম্বোধন।
কহিলেন--"একি! একি!
কেনবা এভাব দেখি?
নারদ! কি মনে করি হেথা আগমন।"

১৩
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী ক'ন ঋষিবর.
"হেতু ছাড়া কর্ম্ম নাই
হেথায় এসেছি তাই;"
উঠিল সে স্বর, ভেদ করিয়া অম্বর॥

১৪
"শুনাতে এসেছি আজ সংবাদ ভীষণ।
অবন্তী নগরে হায়!
ঘটে'ছে বিষম দায়
অনুমতি পাইলে তা করি নিবেদন॥

১৫
ঋষির বচন তবে করিয়া শ্রবণ।
বিস্মিত হইয়া অতি
কহেন দ্বারকা পতি
"কেন,—কি হয়েছে? বল করিতা' শ্রবণ।"

১৬
"হে মুনিপুঙ্গব! বল কিসের কারণ—
অসময়ে দ্বারকায়
আসিয়াছ তুমি হায়!
শুনিতে ব্যাকুল বড় হয়েছে জীবন॥"

১৭
"অবন্তীনগর মাঝে কিসের প্রমাদ?
সত্যরে হৃদয়ে ধরি,
বলনা হে ত্বরা করি,
আবার কাহার সনে বাধাবে বিবাদ?"

১৮

"'কুশলে আছেনত' হে পাণ্ডু পুত্রগণ ?
বলহে—নারদ বল—
ঘটেছে কি অমঙ্গল ?
হয়েছে তোমার বাক্যে বিচলিত মন ॥"

১৯

"এমন কিছুই নয়"—বলিলা নারদ।
"শুন ওহে দামোদর !
ও চিন্তায় পরিহর—
পাণ্ডবগণের কোন ঘটেনি' বিপদ ॥"

২০

"ঘটেছে অবন্তীধামে "বিরুদ্ধ প্রণয়।"
ইন্দ্রের নর্ত্তকী ল'য়ে
দণ্ডীরাজ—হৃষ্ট হ'য়ে
করিছে সুরত সেবা—একি প্রাণে সয় ?"

২১

"আপন বুদ্ধির দোষে দুর্ব্বাসার সাপে।
বিজন বিপিন মাঝে—
আছিল অশ্বিনী সাজে,
উর্ব্বশী—স্বর্গগণিকা—পুড়ি মনস্তাপে ॥"

২২

"একদিন, দণ্ডীরাজ মৃগ অন্বেষণে—
সে ভীষণ বনে যে'য়ে,
অশ্বিনী দেখিতে পে'য়ে,
এনেছে ধরিয়া তারে আপন ভবনে।"

২৩

"স্বর্গসুখ সে দণ্ডীর কপালে লিখন।
আঁধারিয়া দশদিশি—
আসিলে দুরন্ত নিশি,
অশ্বিনী, রমণী বেশ করেছে ধারণ ॥"

২৪

প্রণয় পীযুষ দম্ভী করে তার পান।
দেখিয়ে এ সব রীত
ব্যথিত হ'য়েছে চিত
আসিয়াছি এ সম্বাদ করিতে প্রদান॥"

২৫

বিশ্ব-অন্তর্য্যামি হ'য়ে দেব বিশ্বম্ভর।
নর লীলা অনুরোধে
অসহ কলঙ্ক বোধে
হইলেন অতিশয় ব্যথিত অন্তর॥

২৬

চিন্তা আসি হৃদা'কাশ ফেলিল ছাইয়া।
জন্মিল সৌভাগ্য দ্বেষ
হৃদয়ে হইল ক্লেশ
কহেন মাধব শেষে নারদে চাহিয়া—

২৭

"নারদ! এখনি দূত করিব প্রেরণ—
অবন্তীপতির কাছে;
যে অশ্বিনী রাখিয়াছে—
সে' অশ্বিনী যেন ত্বরা করে সে' অর্পণ॥

২৮

যে' উপায়ে পারি আমি ল'ব তুরঙ্গিনী।
যদি নাহি করে দান
সমরে বধিব প্রাণ
ক্ষমিব তাহারে যদি দেয় সে' এখনি॥

২৯

মানব দেবের সহ প্রণয় বন্ধনে—
ছি! ছি! পড়িয়াছে বাঁধা;
(আধ আলো আধ আঁধা)
অপূর্ব্ব এ কথা—কভু শুনিনি শ্রবণে॥"

৩০

স্বকার্য্য সাধন হ'লো দেখি ঋষিবর—
জলদ গম্ভীর রবে,
কহেন মাধবে তবে—
"ব্যথিত করিনু প্রভো! তোমার অন্তর ॥"

৩১

"নিজগুণে ক্ষম প্রভো! দাসের এ দোষ।
শান্তিময় হৃদে' থালি.
অশান্তি দিলাম ঢালি—
মনে করি,—যদুমণি! ক'রোনাক রোষ ॥

৩২

চলিলাম তবে আমি—বিদায় এখন।
দামোদরে এত বলি,—
নারদ গেলেন চলি;
উরুবক দূতে হরি ডাকেন তখন ॥

৩৩

আজ্ঞা মাত্র উরুবক শ্রীহরির পাশে—
দাঁড়াইল জোড় করে;
কহিল সে অতঃপরে—
"কোন কার্য্যে যাব প্রভু? আজ্ঞা কর দাসে ॥"

৩৪

কহেন শ্রীহরি তবে "করহ শ্রবণ।
দণ্ডীর নিকটে গিয়া
সবিনয় জানাইয়া
নারদোক্ত তুরঙ্গিনী—কর আনয়ন ॥

৩৫

'যে আজ্ঞা" বলিয়া দূত করিল গমন।
রাজকার্য্য করি শেষ
হইবারে গত ক্লেশ
সভাভঙ্গ করিলেন মাধব তখন ॥

৩৬

ইহারেই বলে, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
দণ্ডী ত' জানেনা হায়!
প্রেম-জলবিম্ব প্রায়;
রহস্য ভেদের এই হ'ল সূত্রপাত॥

ইতি নৈশকামিনী কাব্যে দূত প্রেরণো নামঃ পঞ্চমঃ স্তবকঃ।

ষষ্ঠ স্তবকঃ ।

১

অবন্তী নগর কিবা সুন্দর শোভন!
শান্তি পূর্ণ সর্ব্ব ঠাঁই
অসুখের লেশ নাই
হাঁসি মুখে হরে কাল যত প্রজাগণ ॥

২

এ দেশের অধিপতি সে দণ্ডী রাজন্।
যাঁহার কথার ছলে—
শিষ্ট, মিষ্টভাষী বলে;
বিষম বিরস মনে ভাবে—দুষ্টগণ।

৩

সিংহাসনে দণ্ডীরাজ আছেন বসিয়া।
চারিদিকে শতশত,
রাজপারিষদ কত,
আছে কেহ রাজছত্র শিরেতে ধ'রিয়া ॥

৪

এমন সময় তথা সে যাদব দূত—
আসি উপনীত হ'ল
দেখি পারিষদ দল—
বিস্ময় রসেতে সবে হ'ল অভিভূত ॥

৫

দাঁড়ায়ে যাদব দূত শালতরু প্রায়।
সবে করে কানাকানি,
এ দূত কেবা না জানি
দূত আগমন কেহ ভূপেরে জানায় ॥

৬

কহিলেন নরবর—"আনহ ত্বরায়।
কোথা থেকে আসিয়াছে,
কি সংবাদ আনিয়াছে,
অকপটে পরিচয় দিবে সে' আমায়॥"

৭

দেখিতে দেখিতে দূত সভায় পশিল।
সাহসে করিয়া ভর
জোড় করি দুই কর
মাধবের অনুমতি বলিতে লাগিল॥

৮

"বলিয়া দে'ছেন দেব! মাধব আমায়।
মৃগয়া করিতে গিয়া,
এনেছ যে' অশ্বী নিয়া,
ত্বরা সে' তুরঙ্গী দি'তে হইবে তাঁহায়॥

৯

স্বেচ্ছায় অশ্বিনী যদি না কর প্রদান—
তা হ'লে জানিও মনে
স্বর্গ,-মর্ত্ত,-ত্রিভুবনে—
নারিবে রক্ষিতে কেহ—তোমার পরাণ॥

১০

যাদব দূতের কথা করিয়া শ্রবণ।
কহেন অবন্তীপতি,
সশঙ্কিত হ'য়ে অতি,
সে' উদ্ধবকের প্রতি করি সম্বোধন॥

১১

একি কথা উদ্ধবক কহিলে আমায়?
বিষম অশনি প্রায়—
হৃদয়ে পশিল হায়!
অনর্থ পরের দায়ে' ঘটালে কি দায়॥

১২

মৃগয়া করিতে গিয়ে পেয়েছি অশ্বিনী।
আমারে করিতে ছল
কে তোঁয়ে বলেছে বল
আর না কহিও পুনঃ এ অলীক বাণী॥

১৩

দেখ মোর অশ্বশালা অন্বেষণ করি।
কোনটী তাঁহার চাই
ল'য়ে যাও ক্ষতি নাই
অথবা দেখুন আসি আপনি শ্রীহরি॥

১৪

বলিতে—বলিতে—ভূপ নীরব হইল।
দণ্ডীর হৃদয় দলি,
উদ্ধবক গেল চলি,
ঘন ঘন রাজদণ্ড কাঁপিতে লাগিল॥

১৫

কেবল বিফল কথা ল'য়ে দূতবর—
বিষাদিত হ'য়ে অতি
চলি গেল দ্রুতগতি
মাধবের সদনেতে—দ্বারকা নগর॥

১৬

দূতেরে আসিতে দেখি কহিলেন হরি—
"উদ্ধবক! এস-এস-
হ'য়েছে বড়ই ক্লেশ;
এসেছ কি আপনার কার্য্য সিদ্ধ করি॥"

১৭

কহিল মাধব দূত করি তা' শ্রবণ।
"সাধিতে আপন কাজ
পেয়েছি বড়ই লাজ
দণ্ডীর কুমতি প্রভু—ঘটেছে এখন।

১৮
" অবধান কর দেব! করি নিবেদন।
বসিয়া সভার মাঝ—
কহিলেন দণ্ডীরাজ,—
' কেন দূত! বল এই অলীক বচন?'

১৯
'মিছা কথা কেন কহ আমার সদনে?
এ রাজ সভার মাঝে—
মিছা কহ কোন লাজে
কিঞ্চিত শঙ্কিত কি রে হইলি না মনে?'

২০
" অতঃপর আসিলাম চলি দ্বারকায়।
বলিয়া দিয়াছে যাহা,
শ্রীপদে বলিনু তাহা,
আপনি করুন এ'র বিহিত উপায়॥

২১
" দিলনা অশ্বিনী দূত!" কহেন শ্রীহরি—
" এবার দণ্ডীর আর—
প্রাণ রাখা হ'ল ভার
কৃতান্ত তাহার পাছে আছে কেশে ধরি॥"

২২
বিফল বারতা ল'য়ে আসিলে ফিরিয়া—
শুন-উদ্ধব! শুন—
অতএব যাও পুনঃ
আর দু'টী কথা তা'রে এস হে বলিয়া॥"

২৩
" বলিবে—' সহজে যদি সম্প্রীত না কর।
হে দণ্ডি! তোমারে হরি—
তাহ'লে নিধন করি—
যাবেন অশ্বিনী ল'য়ে দ্বারকা নগর॥

২৪

"প্রভু আজ্ঞা শিরোধার্য্য" বলিয়া তখন।
অবন্তী নগর পানে—
দণ্ডীরে সংবাদ দানে—
দ্রুতগতি উরুবক করিল গমন॥

২৫

পূর্ব্বের যাদব দূত আসিছে দেখিয়া—
সশঙ্কিত হ'য়ে অতি,
রহিল অবন্তীপতি
একেবারে জীবনের আশাটি ছাড়িয়া!

২৬

ভাবিলেন—কি ভীষণ দেয় সমাচার।
হ'ল প্রেম জানাজানি
প্রাণ লয়ে টানাটানি
না জানি কি আছে আজ ললাটে আমার॥

২৭

দেখিতে দেখিতে করি সভায় প্রবেশ—
উরুবক দূতবর
জোড় করি দুই কর
মাধবের আজ্ঞা সব কহে সবিশেষ॥

২৮

"বলিলেন দামোদর বলিতে আমায়।
তোমারে নিধন করি
নিশ্চয় যা'বেন হরি
তুরঙ্গিনী যদি তুমি না দাও স্বেচ্ছায়॥"

২৯

প্রেমসিন্ধু জেন সবে বড়ই গভীর।
বিরহ তরঙ্গ তায়
উছলি-উছলি-ধায়
বুঝিবেন অবশ্যই যেজন সুধীর॥

৩০

প্রণয় বন্ধন ছেঁড়া কঠিন কেমন ॥
বুঝাইব বা কেমনে,
কি জানিবে অন্যজনে,
যাহার প্রেয়সী আছে বুঝুক সে জন ॥

৩১

তার বিদ্যমান তবে দেখহ সকলে।
প্রণয় বন্ধন তরে
ভৃঙ্গ দারু ভেদ করে
নাহি চলে বল তার কোমল কমলে ॥

৩২

বড়ই টান সহিছু ছার প্রেমজাল।
ছিন্ন করিবারে তারে
কেহ কি কখন পারে
অবন্তীনাথের তাই ঘটিল জঞ্জাল ॥

৩৩

দণ্ডীর হৃদয় তন্ত্রী সঘনে কাঁপিল।
ভাবেন অবন্তীপতি
কি হবে আমার গতি
সুখের সিন্ধুতে -দুঃখ-তরঙ্গ উঠিল ॥

৩৪

দূতপ্রতি দণ্ডীরাজ কহেন তখন।
ফিরে গিয়ে দ্বারকায়—
রে দূত! বলিস্ তা'য়
দিব না অশ্বিনী আমি থাকিতে জীবন ॥

৩৫

মাধব প্রেরিত দূত, একথা শুনিয়া—
"আচ্ছা তাই হবে" বলি
দ্বারকায় গেল চলি
দণ্ডীর উঠিল হেথা অন্তর কাঁপিয়া ॥

ইতি নৈশকামিনী কাব্যে বিদ্রোহ নামঃ ষষ্ঠ স্তবকঃ ॥

সপ্তম স্তবকঃ।

১

প্রাণভয়ে দণ্ডীরাজ লইতে বিদায়—
চলিলেন অন্তঃপুরে মহিষী সদনে;
বিষাদিত মুর্ত্তি তাঁর নিরখি নয়নে—
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজ্ঞী জিজ্ঞাসে তাঁহায়।।

২

কেন দেখিতেছি নাথ! ভার ভার মন!
বল নাথ! বল কেন?
মলিন বদন হেন;
বিলীন হাঁসির রেখা-কিসের কারণ?

৩

এখন সে ভাব নাথ! কোথায় তোমার?
সাদরে হৃদয়ে ল'য়ে,
পুলকে পাগল হ'য়ে,
যাহাতে সতত মন তুষিতে আমার?

৪

কহেন অবন্তীনাথ শুন প্রাণেশ্বরি।
কৃষ্ণ সনে করি বাদ,
ঘটা'য়েছি পরমাদ,
প্রাণ ল'য়ে টানাটানি-উপায় কি করি!

৫

মৃগয়া লব্ধ-অশ্বিনী-দি'তে হবে তাঁরে।
যদি না' তা' দি' ত্বরায়—
শাক্ষ্যাৎ সমন প্রায়—
সমরে দিবেন যোগ বধিতে আমারে।।

৬

বড় বেগবতী সেই অশ্বিনী আমার।
তাহারে ছাড়িয়া দি'তে—
বেদনা পাইব চিতে;
পুরাব কেমনে বল কামনা তাহার?

৭

না—না—প্রিয়তমে! কভু পারিবনা তাহা।
যে অবধি রবে প্রাণ,
করিবনা অশ্বী-দান;
ঘটিবে ললাটে—বিধি লিখেছেন যাহা॥

৮

জ্বলুক সমর বহ্নি—জ্বলুক্ ভীষণ!!
ডরিনা-সমরে ছার—
সমরত' অলঙ্কার—
রাজাদের;——একি প্রিয়ে! করনি' শ্রবণ?

৯

হয়যে সমর মাঝে সঁপিব পরাণ।
তবুও—তবুও প্রিয়ে!
পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে—
অশ্বিনী মাধব করে—করিবনা দান॥

১০

মহিষী, নৃপের কথা করিয়া শ্রবণ।
বিষম বিপদ মানি—
কপালে কঙ্কণ হানি,
কাঁদিতে-কাঁদিতে-নাথে বলেন তখন—

১১

হা নাথ! হা প্রাণপ্রিয়!-হ'লে কি পাগল?
কংশারির সনে বাদ—
করিতে কেনবা সাধ?
প্রাণের পিপাসা কেন নিভা'বে সকল?

১২

কে দিল এ উপদেশ—প্রাণেশ! তোমায়?
দয়া,-মায়া,-স্নেহ-ভুলি—
স্ব-হস্তে গরল তুলি,
প্রাণাধিক! কোন প্রানে দিবে রসনায়?

১৩

মাধবের সনে বাদ দুরাশা তোমার।
সে তেজ অপ্রতিহত,
সে আকাঙ্খা উগ্র কত,
সে বলযে বিশ্বনাশী- বজ্র অঙ্গীকার!!

১৪

অশ্বিনী ত্যজিয়া যদি বাস হয় বনে—
সেও আমাদের ভাল,
এড়াব জঞ্জাল-জাল;
শুন নাথ! নিবেদিছে দাসী-ও চরণে॥

১৫

কহিলেন দণ্ডীতবে—করিয়া শ্রবণ।—
বল-প্রিয়তমে! কেন—
বলি'ছ বচন হেন?
মানের অপেক্ষা প্রিয়ে! বড় কি জীবন?

১৬

জানি প্রিয়ে! সে মাধব নহে সাধারণ।
তবুও অশ্বিনী দি'কে
পারিবনা-কোন মতে—
দারুণ প্রতিজ্ঞা আমি করেছি যখন॥

১৭

অশ্বিনী, শ্রীকৃষ্ণে যদি করি প্রিয়ে! দান—
ভাবিবে সে গদাধর,
পেয়েছি প্রাণের ডর,
প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়ে! বড় না কি মান?

১৮

শতগুণে ভাল যদি যায় এ জীবন।
তথাপি সম্মান থাক্
যাক্-প্রাণ,- যাক্- যাক্—
তথাপি অশ্বিনী তারে দিবনা কথন॥

১৯

প্রাণপ্রিয়ে! এবে আমি যাব স্থানান্তরে।
বিদায় লইতে তাই,
এসেছি তোমার ঠাঁই;
আসিব আবার ফিরে কিছুদিন পরে॥

২০

কহেন মহিষী হায়! কি কথা বলিলে?
কার কুমন্ত্রণা পেলে—
স্ত্রী,-পুত্র চরণে ঠেলে,
অশ্বিনী লইয়া তাই বিদেশে চলিলে॥

২১

হা কঠিন! হা বঞ্চক! নিষ্ঠুর হৃদয়!
কুল, শীল, লাজ, মান—
ক'রেছি বলিয়া দান,
এমন করিয়া কিগো মজাইতে হয়?

২২

অশ্বিনী ফিরিয়ে দাও—কাজ নাই আর।
শান্তির জীবনে কেন—
অশান্তি ঢালিবে হেন?
করিওনা বিসম্বাদ,—মিনতি আমার॥

২৩

কোথা যাবে? ছাড়িবনা--থাকিতে জীবন।
যেওনা-মিনতি করি,
যেওনা চরণে ধরি,
তোমার বিহনে প্রাণ রবেনা কখন॥

২৪

"প্রাণপ্রিয়ে! যা বলিলে সব সত্য বটে।"
কহেন অবন্তীপতি,
চাহিয়া মহিষী প্রতি—
"পতিপ্রাণা কামিনীর এইরূপ (ই) ঘটে॥

২৫

"দিওনা-দিওনা-বাধা প্রেয়সি! আমায়।
যে দিকে নয়ন যাবে
যে দিকে-মানস ধাবে
চলিলাম সেই দিকে—এখন বিদায়॥"

২৬

"যতই কাঁদনা কেন? বৃথা এ রোদন।"
দণ্ডীরাজ, এত বলি—
অমনি গেলেন চলি,—
যথা উর্ব্বশীর সেই বিলাস ভবন॥

২৭

নিরখিয়া প্রাণেশের ভাবি অমঙ্গল।
তিতিয়া নয়ন জলে,—
লুটিয়া ধরনী তলে
কাঁদেন মহিষী হায়! প্লাবি' গণ্ডস্থল॥

২৮

যামিনীর দেখা পে'য়ে দণ্ডী রসময়!
যাতনা হৃদয়ে ভরি
চিন্তারে সহায় করি
বিলাস ভবনে আসি হ'লেন উদয়॥

২৯

দণ্ডীরে আসিতে দেখি কহিল উর্ব্বশী।
বল নাথ কি কারণ
ম্লান চারু চন্দ্রানন
কেন আজ দেখিতেছি ভার ভার মন?

৩০

পেতে কত সুখ আগে আমারে দেখিলে।
কহিয়া প্রণয় কথা
ঘুচাতে মনের ব্যাথা
আজি কেন প্রাণনাথ নীরবে রহিলে?

৩১

হাঁসি মুখে কথা কও জুড়াক শ্রবন।
ও বিধু বদন ভার
দেখিতে নারিয়ে আর
তোমার এ ভাব দেখে বাঁচেকি জীবন॥

৩২

দীর্ঘশ্বাস ফেলি দণ্ডী কহেন তখন।
জানাতে মনের দুঃখ
বিদরিয়া যায় বুক
শঙ্কার সন্তাপে প্রিয়ে কাঁপি ঘন ঘন॥

৩৩

প্রাণময়ি! প্রিয়দেবি! বলিব কি বল?
সে আনন্দ সে উল্লাস
বুকভরা অভিলাষ—
সকলি বুঝিবা প্রিয়ে যায় রসাতল॥

৩৪

হায়রে কপালে একি বিধির লিখন?
ফুটন্ত গোলাপে গড়া
ও অধর মধুভরা—
বোধ হয় পাবনাক করিতে চুম্বন॥

৩৫

মাধব! এই কি তোর উচিত বিচার?
আমারে করিয়া দুঃখী—
তুইকি হইবি সুখী
সাধিব শত্রুর কার্য্য প্রতিজ্ঞা আমার॥

৩৬

হৃদি-ভেদি বাণী এই করিয়া শ্রবণ।
বিষাদিত হ'য়ে অতি
চাহিয়া দণ্ডীর প্রতি
কহে তবে ধীরে ধীরে উর্ব্বশী তখন॥

৩৭

"কেনইবা সে উল্লাস যাবে রসাতলে?
বল কি মনের দুঃখে
বঞ্চিত হইবে সুখে
কেনবা যাইবে তব জীবন বিফলে?"

৩৮

কহিল অবন্তীপতি তুলিয়া বদন।
"প্রাণাধিকে কেন আর
ব্যাথা দাও বারবার
তোমার বিরহ বাণে রবেকি জীবন?"

৩৯

"মৃগয়া করিতে গিয়া পেয়েছি তোমায়।
এ কথা হরির কানে
কে তুলেছে কেবা জানে,
তাইসে মাধব ওলো তোমাকেই চায়॥"

৪০

ব'লেছে সে দামোদর দূতের দ্বারায়।
যদিনা অশ্বিনী দিবে
রক্ষিতে কেহ নারিবে
জীবন হারাবে সত্য বলিনু তোমায়॥

৪১

যদি থাকে সাধ ওহে বাঁচিতে তোমায়।
ত্বরায় অশ্বিনী দিবে
প্রাত্যাখ্যান না করিবে
নতুবা বধিব প্রাণ প্রতিজ্ঞা আমার॥

৪২

শুনিলেত প্রিয়তমে শোকের কারণ ?
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া
জীবন্ত আহুতি দিয়া
তোমারে ত্যজিলে হায় রবেকি জীবন ?

৪৩

কহিল উর্ব্বশী তবে এ প্রেম কেমন ?
মাধবের করে হায়
কেমনে দিবে আমায়
কি কহিলে প্রাণাধিক সংবাদ ভীষণ ?

৪৪

কহ নাথ কি উপায় করিলে তাহার ?
যে ভয়ে হ'য়েছি ভীত
তাই দেখি উপস্থিত
সম্মুখে বিরহ সিন্ধু অকুল পাথার ॥

৪৫

কহেন অবন্তী পতি সে কথা শুনিয়া।
দুরাত্মা মাধব করে
তোমারে অর্পণ ক'রে
কেমনে অবাধ্যচিত্ত রাখিব ধরিয়া ?

৪৬

অথচ যদিনা দিব বাধিবেক রণ।
প্রাণাধিকে ত্রিভুবনে
যুদ্ধ করে হরি সনে
এ হেন প্রবল বীর দেখিনি কখন ॥

৪৭

অতএব ভাবিয়াছি যাব পলাইয়া।
রহিলে অবন্তী দেশে
বিপদ ঘটিবে শেষে
হবে কত সুখ পরে থাকিলে বাঁচিয়া ॥

৪৮

প্রেয়সি ! সুষুপ্ত সবে হইবে যখন।
তোমারে সঙ্গেতে ল'য়ে
অন্তিম বিদায় হ'য়ে
তখনি প্রচ্ছন্ন ভাবে করিব গমন॥

৪৯

শুনিয়া একথা ধনী কহে হাঁসি হাঁসি।
দোঁহে দোঁহাকার চিত
অবশ্যই সুবিদিত
নতুবা হয়কি এত ভাল বাসাবাসি ?

৫০

ধন্য প্রিয়তম ধন্য তোমার কৌশল।
উপায় ক'রেছ বেশ
শুনে দূরে গেল ক্লেশ
তবে আর বিচ্ছেদের চিন্তায় কিফল ?

৫১

কভু প্রেমে সুখ নাই প্রেমিক না হ'লে।
তুমি প্রাণ আমি কায়া
তুমি তরু আমি ছায়া
তোমা বিনা এ যৌবন যাইত বিফলে॥

৫২

এসহে বিলাস গৃহে হৃদয় রতন।
সুখে মুখে মুখ দিয়ে
হৃদয়ে হৃদয় থুয়ে
জুড়াতে জলন্ত চিত করিব শয়ন॥

৫৩

নিস্তব্ধ রজনী শান্তি বিরাজে ধারায়।
নাহি কোন সাড়া শব্দ
মানব মণ্ডলী স্তব্ধ
ঊর্ব্বশী জাগ্রত তবে করিল রাজায়॥

৫৪

বিশাল সাম্রাজ্য ছাড়ি ভূপতি তখন।
যে দিকেতে মন যায়
যে দিকে নয়ন ধায়
উর্ব্বশীরে সঙ্গে ল'য়ে করিল গমন॥

ইতি নৈশকামিনী কাব্যে পলায়নো নামঃ সপ্তমঃ স্তবকঃ।

অষ্টম স্তবকঃ।

১

বড় ভয়ানক হায় নারীর প্রণয়।
ভুগেছেন এতে যিনি
অবশ্য জানেন তিনি
অবশ্য হ'য়েছ তাঁর ব্যথিত হৃদয়॥

২

আমিও তাঁদের মধ্যে হই এক জন।
চেষ্টা করি প্রাণপন
তুষিতে নেরেছি মন
আমিও নারীর প্রেমে পেয়েছি বেদন॥

৩

হেরিলাম কত রূপসীর চন্দ্রানন।
কিবা দিবা কিবা রাতি
নবীন হরষে মাতি
বিনা মূলে বিকাইনু অমূল্য জীবন॥

৪

বুঝিলাম নারীপ্রেম স্বধু বিষময়।
প্রবল কটাক্ষ তোড়ে
মন পোড়ে প্রাণ পোড়ে
আপাতঃ মধুর বটে নারীর প্রণয়॥

৫

দাঁড়ায়ে ললিত ভাবে হাঁসিল যখন।
ভাবিলাম মনে মনে
সরলতা ত্রিভুবনে
নাহিক এমন বুঝি নাহিক এমন॥

৬

ক্ষণপরে দেখি ঠিক বিপরীত তার।
কুটীল কটাক্ষ বাণ
আকুল করিল প্রাণ
ভাবিলাম নরকের ঘোর অন্ধকার॥

৭

হা বিধাত! এই মাংস এই অস্থি দিয়া।
গঠেছত রমনীরে
দেছ প্রাণ সে শরীরে
সেত কৈ মজেনাক ভ্রুক্ষেপে চাহিয়া?

৮

সে কটাক্ষ কেন বিধি সহিতে না পারি?
সেত' মোরে অবহেলে
চলিয়া যাইল ফেলে
এত কি কঠিনা হায় অই ক্ষুদ্রা নারী॥

৯

স্নেহময় পিতা মোর হায় রে যখন।
চাহিয়া আমার পানে
কত যে বিষন্ন প্রাণে
মুদিলেন আঁখি চির জন্মের মতন॥

১০

দেখিলাম সেই সব চক্ষের উপর।
দুঃখিত হ'লনা মন
ঝরিল না দুনয়ন
শোক ভয়ে কাঁপিল না অটল অন্তর॥

১১

কিন্তু একি—একেবারে গেছি অধঃপাতে;
কঠিন হৃদয় মম
বাসবের বজ্র সম
রমনী করিল চূর্ণ এক পদাঘাতে;

১২

রমনী জানেনা হায় প্রেমের আদর।
নারী প্রেম প্রতারনা
নাহি ধর্ম্ম এক কনা
রূপের তৃষ্ণায় লুব্ধ নারীর অন্তর॥

১৩

জ্বলন্ত প্রবলা ঘৃণা অবলার প্রাণে
মর কিম্বা বাঁচ কেহ
কাহারে নাহিক স্নেহ
ভ্রুক্ষেপে চাহেনা নারী তপ্ত অভিমানে॥

১৪

নারীর প্রণয় লুব্ধ মানবের মন।
ঢালি অভিমান বারি
সকলি নিভায় নারী
জানিনা কি প্রেম ধরে নারীর বদন॥

১৫

দণ্ডীরাজ (ও) নারীপ্রেমে হ'লেন পাগল।
কেবল নারীর লাগি
তিনিত দোষের ভাগী
হইলেন দামোদর অরাতি প্রবল॥

১৬

আছেন এ ধরাধামে নৃপ অগণন।
ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী
তিলেক নাহিক ভাবি
চলিলেন দণ্ডীরাজ লইতে স্মরণ॥

১৭

নৃপগণ কেহ তাঁরে দিলনা আশ্রয়।
মাধব অরাতি যার
আছে কি নিস্তার তার
ভাবিয়া ব্যথিত হ'ল দণ্ডীর হৃদয়।

১৮

যার যার কাছে তিনি করেন গমন।
না করি আশ্রয় দান
কয়ে সবে প্রত্যাখ্যান
ভাবিলেন দণ্ডীরাজ নিশ্চয় মরণ।

১৯

কেমনে উর্ব্বশী ল'য়ে করিব বিহার॥
শীরায় শোনিত কণা
থাকিতেত ছাড়িবনা
ঘটিবে কপালে তাই যা থাকে আমার।

২০

অবিচ্ছেদে ভোগ আমি করিব প্রণয়।
প্রাণ যায় যাক্ তবু
অশ্বিনী দিবনা কভু
আশ্রয় আমার খালি উর্ব্বশী হৃদয়।

২১

ভেবে ভেবে নরনাথ অস্থি চর্ম্ম সার।
নাহি আর রাজ বেশ
শরীর কঙ্কাল শেষ
অশ্বিনী লুকান ভার হইল এবার॥

২২

তবুত মেটেনা আশা একি জ্বালা হায়।
চলেন অবন্তীপতি
অপ্রতিভ হ'য়ে অতি
ইন্দ্রপ্রস্থে—যুধিষ্ঠির ভূপতি যথায়।

২৩

উপনীত হ'য়ে তথাকার নদীতীরে।
ভাবেন অবন্তীপতি
কেন হ'ল এ দুর্ম্মতি
(ভাসল সুন্দর কান্তি নয়নের নীরে॥)

২৪

হা বিধাত! বলি রাজা ফেলিল নিশ্বাস।
পেয়ে কোন অপরাধ
সাধেতে সাধিলে বাদ
ঘুচাইলে অভাগার ধরনীর বাস?

২৫

বিকসিত রসকলি শুকাল অকালে।
বল বিধি কোন পাপে
পুড়ি এত মনস্তাপে
এতকি লিখিয়াছিলে দণ্ডীর কপালে?

২৬

সসাগরা পৃথিবীর বীর পুত্রগণ।
দিলনা আশ্রয় কেহ
করিলনা তিল স্নেহ
ভাল; এবে লব যুধিষ্ঠিরের স্মরণ॥

২৭

হায়রে উন্মাদ আমি, তা' না' হ'লে আর।
পাণ্ডব স্মরণ নিতে
বাসনা করেছি চিতে
পাণ্ডব যে কৃষ্ণ সখা;—অরাতি আমার।

২৮

পাণ্ডব কুলের বন্ধু দেব নারায়ণ।
তবেত আমার আর
প্রাণ রাখা হ'ল ভার
বন্ধুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে কোন জন?

২৯

যুধিষ্ঠীর সন্নিধানে করিলে গমন।
তাহ'লেত এইক্ষণে
জগত বন্ধুর সনে
করিতে পারেন মম সন্ধি সম্পাদন॥

৩০

হইয়া চিরনির্ভয় বাঁচাইব প্রাণ।
অশ্বিনীরে করে ল'য়ে
বিরহ যাতনা স'য়ে
অভয় চরণে তাঁর করিব অর্পণ॥

৩১

হা ধিক্ আমারে—না—না—তাকি কভূ হয়?
যায় প্রাণ যাক্ যাক্
তথাপি সম্মান থাক্
চাহিনা চাহিনা আর কাহার আশ্রয়॥

৩২

নিশার স্বপন সম আমার জীবন।
প্রতিজ্ঞা কুল গৌরব
প্রতিজ্ঞা কুল সৌরভ
কেমনে সে প্রতিজ্ঞায় লঙ্ঘিব এখন?

৩৩

বৈদেহী প্রণয় লুব্ধ রাজা দশানন।
যদবধি ছিল প্রাণ
করেননি সীতা দান
এমনি আছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা ভীষণ॥

৩৪

দশশীর অবহেলে ত্যজিলা রাবণ।
এখনও গৌরব ভার
অটল রয়েছে তাঁর
গেল প্রাণ—রহিলত প্রতিজ্ঞা কেমন॥

৩৫

উর্ব্বশীরে দেখি আমি প্রাণের মতন।
একটী মাথার তরে
সঁপি তারে কৃষ্ণকরে
বহিব কি হায় হায় ঘৃণিত জীবন?

৩৬

অভিমানি আর্য্যরক্ত হ'বেনা দূষিত।
বিমল জাহ্নবী জলে
দণ্ডী নাম কুতুহলে
অতীত কালের গর্ভে করিব প্রোথিত॥

৩৭

সুষুপ্ত বিবেক তাঁর হইল জাগ্রত।
ঘুচিল প্রাণের ভুল
তুলিয়া লইয়া ফুল
করেন ভূপতি গঙ্গা পূজা বিধিমত॥

৩৮

মাতঃ সুরধুনি! তুমি কলুষ হারিণী।
আসিয়া তোমার তীরে
ভাসিতেছি অশ্রুনীরে
চাওগো অপাঙ্গে দাসে ত্রিলোক তারিণি॥

৩৯

জগদম্বে! দাও শিরে অভয় চরণ।
শিব শির বিহারিণী
হরি পদ নিঃসারিণী—
তোমার পবিত্র তোয়ে সঁপিব জীবন॥

৪০

অযুত তরঙ্গ তুলি কোথাগোমা যাও?
দাওমা হৃদয়ে ঠাঁই
আর কোন স'ধ নাই
দেখিব অনন্ত পথে কি ব্যথা জানাও॥

৪১

অনন্ত যাতনা ময় আমার জীবন।
পৃথিবী নরক ধাম
নাহিমা সুখের নাম
ভুঞ্জেছি কেবল মাতঃ দুঃখ অনুক্ষণ॥

৪২

তুমি মা অন্তিম কালে সবার সহায়।
কাতর তরল দেহে
অসীম অনন্ত স্নেহে
কে আর বিষাদ গাথা অনন্তে জানায়।

৪৩

এসেছি তোমার তীরে মরমে মরিয়া।
প্রসারি অভয় কর
ধর্ মা হৃদয়ে ধর্
অজ্ঞান তনয়ে দেবি করুণা করিয়া।

৪৪

অনাদরে প্রাণ মন পুড়ে হ'ল ছাই॥
করিয়া অভয় দান
কেহই দিলনা স্থান
দয়ার দেবতা বুঝি এ জগতে নাই।

৪৫

আমি এই সংসারের কিছু নহি আর।
এই যে পবন বহে
আমার লাগিয়া নহে
ঘুচায়না রবিশশি-আঁখি অন্ধকার॥

৪৬

কে পারে সহিতে মাতঃ এত অনাদর?
সকলে করিল ঘৃণা
যাবেনা জীবন বিনা
জানিমা বিকার শূন্য তোমার অন্তর॥

৪৭

ফুল জলে এরূপেতে গঙ্গা স্তব করি।
চাহিয়া উর্ব্বশী প্রতি
কহেন অবন্তী পতি
রাখিতে নারিনু আর তোমারে সুন্দরি॥

৪৮

রাখিবনা প্রাণময়ি! জীবন এছার।
প্রাণাধিকে যাই যাই
অনন্তে গিয়া মিশাই
শোণিতে তর্পণ ক'রো প্রেম পিপাশার!

৪৯

একবার এস হৃদে হৃদয় রতন।
কেবলি তোমার তরে
সুখ, শান্তি অকাতরে
জনমের মত প্রিয়ে দিনু বিসর্জ্জন।

৫০

দাও দাও প্রিয়তমে অন্তিম বিদায়।
যাই যাই দিব্য ধামে
পবিত্র তোমার নামে
এই ঘোর অত্যাচার ঠেলিয়া দুপায়।

৫১

নরলীলা বীতরাগ হ'য়েছে এবার।
কালের নির্জ্জন ঘরে
যাই জনমের তরে
ঘুচুক হৃদয় জ্বালা অনন্ত অপার॥

৫২

অভাগা দণ্ডীর হায় শান্তি নিকেতন।
অশান্তিতে মিশাইল
নরলীলা ফুরাইল
ভীরুতার অন্ধকূপে হ'য়ে নিমগন॥

৫৩

প্রেম পূর্ণিমার শশী গেল অস্তমান।
ছিঁড়িল ফুলের হার
হ'ল হ'ল অন্ধকার
যৌবন বসন্তে ভরা প্রেমের উদ্যান॥

৫৪

হ'য়েছে এখন মম আসন্ন মরণ।
এই শেষ অনুরোধ
ক'রোনাক তুচ্ছ বোধ
যা', যা', অভিপ্রায় আছে করি নিবেদন।

৫৫

কহিলা উর্ব্বশী তবে কেন মহারাজ?
জীবন ত্যজিবে কেন
কে দিল কুমতি হেন
কে বলিল শিরে মোর হানিবারে বাজ?

৫৬

কেন মহারাজ আগে ভাবনি তখন?
যখন ইন্দ্রিয় গণ
করেছিল সুশাসন
ভুলেছিল প্রেমে মোর যবে তব মন।

৫৭

ধরণী শাসক হ'য়ে ইন্দ্রিয় শাসনে।
হ'লে অপারক হায়
একথা বলা না যায়
কত আদিরস ধারা হৃদি প্রস্রবণে।

৫৮

গতানুশোচনা কেন?—আমিও এখন—
তবানুগামিনী হ'ব
আর না ভূতলে রব
মুখাপেক্ষী তবে মোর হলে কি কারণ?

৫৯

নিস্তব্ধ অশ্বিনী তবে এতেক বলিয়া।
শুনিয়া তাহার বাণী
আপনারে ধন্য মানি
নামিল সলিলে দণ্ডী অশ্বিনী লইয়া॥

২৪

দেখিতে দেখিতে অষ্ট শক্তিগণ
সমর ভূমিতে আসিল সবে।
সশঙ্কিত হ'ল পাণ্ডবের মন
কাঁপিল ভুবন "মাভৈঃ" রবে॥

২৫

আগত তারিণী; যত দেবগণ
ভাবিলেন তরী লাগিল তীরে।
হইল অমনি, প্রফুল্ল বদন
বিজয়ের আশা আসিল ফিরে॥

২৬

শেষে ভূতনাথে করি সম্বোধন
কহিলেন তারা সহাস মুখে।
শক্তিপতি হ'য়ে ওহে ত্রিলোচন
কিছু শক্তি নাই তোমার বুকে?

২৭

মানব সমরে বিভূতি ভূষণ
হ'য়েগেছ তুমি জড়ের প্রায়।
মূল অস্ত্র কেন করিবে ক্ষেপণ
নাহি কি তোমার শকতি হায়?

২৮

কহিলেন তবে শশাঙ্ক শেখর
বটে বটে রাগ করিতে পার।
উমাপতি সনে করিতে সমর
ধরে অস্ত্র হেন ক্ষমতা কার্?

২৯

শক্তির সেবক হয়গো যে জন
শক্তিহীন সেকি কখন হয়?
কার সাধ্য করে তার সনে রণ
কটাক্ষে যে জন করে প্রলয়॥

৩০

হাঁসিয়া কহেন ভবানী তখন
দাসীর নিকট কেন বা আর?
বীর গর্ব্ব নাথ কর প্রদর্শন
কথায় তোমায় পারা যে ভার ॥

৩১

মৃত্যুঞ্জয় নাম করিয়া ধারণ
মৃত্যুর অধীন মানব করে?
মৃত্যুঞ্জয়ী যশ ঘুচালে যখন
বৃথা গর্ব্ব তবে কিসের তরে ?

৩২

আদ্যাশক্তি পতি তুমিহে ঈশান
নিস্তেজ—নির্জ্জীব—পাণ্ডব কুল—
করিতে নিধন তাহাদের প্রাণ
কি জানি কি ভাবে ধরেছ শূল ?

৩৩

অন্য অস্ত্রে নাকি হ'তনা সে কায
মূল অস্ত্র তুমি ধরিলে তাই ?
আছে কিগো ঠাঁই রাখিতে এ লাজ
অযশের ভয় তোমার নাই ?

৩৪

পতি হ'য়ে দেখ প্রেয়সীর বল
এখনি পাণ্ডব নিধন করি।
স্বয়ম্ভুর সৃষ্টি যাক্ রসাতল
তোমার অযশে প্রাণে যে মরি !!

৩৫

এত বলি তারা দাঁড়ান অমনি
দানব দলনী মূরতী ধরে।
অট্ট অট্ট হাস্যে ভরিল অবনী
উলঙ্গ কৃপাণ শোভিল করে ॥

৩৬

এতদিন পরে দেব নারীকার
কাল বিভাবরী হইল শেষ।
শাপ বিমোচন হইল এবার
ধরিল অশ্বিনী রমণী বেশ॥

৩৭

শঙ্কি করে তারা;— নিরখি নয়নে
বিনোদ বদনে উর্ব্বশী তবে।
উপস্থিত হ'য়ে দণ্ডীর সদনে
কহিতে লাগিল মধুর রবে॥

৩৮

হে অবন্তীরাজ! ধাৰ্ম্মিক সুজন
দেখ একবার নয়ন মেলি।
হ'য়েছে আমার শাপ বিমোচন
চলিনু ত্রিদিবে তোমারে ফেলি॥

৩৯

ভুলে যাও নাথ আমায় এবার
দুরাশায় হৃদে দিওনা স্থান।
হৃদে আসি যেন ভাবনা তোমার
করেনা কথন আকুল প্রাণ॥

৪০

ক'রেছি শ্রীপদে কত অপরাধ
বলেছি কতই অকথা কথা।
আমারি কারণে ঘটেছে প্রমাদ
স্মরিলে এসব পাইবে ব্যথা॥

৪১

তোমার মতন গুণের রতন
আর না মিলিবে ধরণী তলে।
বিপদে সম্পদে সমান যে জন
মানস যাহার নাহিক টলে॥

৪২

ক্ষম প্রাণাধিক ! দাসীরে তোমার
মনেই রহিল মনের সাধ।
কি করিবে বল মিছা ভেবে আর
সংসারে পিরীতি বালির বাঁধ॥

৪৩

ঊর্ব্বশীর বাণী করিয়া শ্রবণ
মূর্চ্ছিত হইল অবন্তী রাজ।
কহে ক্ষণ পরে পাইয়া চেতন
কেন শিরে মোর হানিলে বাজ ?

৪৪

দিবরাত যেতে কোথা যাবে প্রিয়ে
তোমার বিহনে কেমনে রব ?
পাষাণ হৃদয়ে তোমারে ভুলিয়ে
জীবনের ভার কেমনে বব ?

৪৫

জীবন ভরিয়া প্রেয়সি তোমায়
বাসিতাম ভাল প্রাণের মত।
তবে কেন তুমি ছাড়িবে আমায়
করিনিত' তব আদর হত ?

৪৬

দেখেছি খুঁজিয়া এ তিন ভুবন
তোমার বিহনে নাহিক সুখ।
ভুলেছি যে আমি রাজ্যধন জন
কেবল হেরিয়া তোমারি মুখ॥

৪৭

চাহিনাক আর রাজ্যধন ছার
এস প্রাণাধিকে হৃদয়ে ধরি।
মধুমাখা কথা শুনিয়া তোমার
তাপিত জীবন শীতল করি॥

৪৮

যদি কিছু দোষ ক'রে থাকি পদে
ভুলে যাও তুমি সে সব দোষ।
প্রেমাধীন আমি ক্ষমলো প্রমদে
মনে ক'রে কিছু ক'রোনা রোষ॥

৪৯

আর কিগো দেখা পাব না কখন
হেরিব না আর ও চাঁদ মুখ?
করি তব সনে প্রেম আলাপন
পাব না কি আর বিমল সুখ?

৫০

তোমারি লাগিয়ে হ'য়ে অপমান
কলঙ্কের ডালি শিরেতে ব'য়ে।
কুলের গৌরব দিনু বলিদান
কত "ছি" "ছি" গ্লানি হৃদয়ে স'য়ে॥

৫১

তোমারি কারণে ত্যজি রাজ্যধন
সাজিলাম পশু নৃপতি কুলে।
করিনু সংকল্প ত্যজিতে জীবন
পরিণাম পানে না চেয়ে ভুলে॥

৫২

কিন্তু একি তব অন্তর পাষাণ
সুধাপাত্রে দিলে গরল ঢেলে?
হৃদয়ে আমার স্থাপিয়া শ্মশান
কোথা চ'লে যাবে একাকী ফেলে॥

৫৩

দণ্ডীর বচন করিয়া শ্রবণ
কহিল উর্ব্বশী মধুর স্বরে।
ধর ধৈর্য্য ধর অবন্তী রাজন
কেন কর শোক আমার ত'রে॥

৫৪

তরু ও অচল যদি হে উভয়
বিচলিত হয় সমীর বলে।
শাখী ও অচলে প্রভেদ কি রয়
পর্ব্বতে তবে কি অচল বলে?

৫৫

* পৌষমাসের চন্দ্রমা যেমন
বরিষে শিশির তেমতি হায়।
কাঁদিতে লাগিল নৃপতি তখন
নয়ন সলিলে তিতিল কায়॥

৫৬

ক্ষণপরে ভূপ কহিল আবার
বিষাদিত চিতে ফেলিয়া শ্বাস।
প্রেম প্রতিদান ত্যজিয়া তোমার
কেমনে ধরায় করিব বাস?

৫৭

অবন্তীর আমি নাম মাত্র পতি
ভালবাসি আমি তোমারে খালি।
ভোল স্বর্গপুর করিলো মিনতি
বাড়া ভাতে আর দিও না বালি।

৫৮

সহে বিভাবরী বিরহ বেদন
শশাঙ্কেরে পুনঃ পাইবে বোলে।
তুমি যে যাইবে জন্মের মতন
ভাসায়ে আমায় অতল জলে॥

৫৯

শস্য বিনাশক শিলা বরিষণ
ক্ষণ-প্রভা পতি যেমন করে।
কহিল উর্ব্বশী তেমতি তখন
বাষ্প গদ গদ করুণ স্বরে॥

৬০

জাননা কি সখে ক্রূরা নারী জাতি
অন্তরে গরল মুখেতে মধু ?
আপনার ইষ্ট করিতে সাধন
পুরুষেরে বলে পরাণ বঁধু ॥

৬১

এতেক বলিয়া ত্রিদশ রমণী
চলি গেল সুখে ত্রিদশ পুরে।
মূর্চ্ছিত হইল ভূপতি অমনি
বলি—"কোথা যাস্ পাষাণী ক্রূরে ॥

৬২

এমন সময় দণ্ডী নরবর
করিল শ্রবণ—শিহরে প্রাণ।
কে যেন অমনি আচ্ছাদি অম্বর
বিয়োগান্ত গীতি করিল গান॥

* * * * * * * *

(পাঠান্তর)

৬৩

উর্ব্বশীর শাপ হ'ল বিমোচন
করি দরশন সহাস মুখে।
সমরে শিথিল যত বীরগণ
নবীন উল্লাস ধরিল বুকে ॥

৬৪

পাঞ্চজন্য নাদ করিলেন হরি
তাহে অনুভব হইল হেন।
স্বোপার্জ্জিত যশ স্বকরেতে ধরি
করিলেন পান শ্রীহরি যেন ॥

ইতি নৈশকামিনী কাব্যে উর্ব্বশী-উদ্ধারো নামঃ ত্রয়োদশঃ স্তবকঃ।

চতুর্দ্দশ স্তবকঃ।

প্রভাত হইল নিশি; উজলিয়া দশ দিশি,
উষার অঞ্চল ধরি দিবাকর উদিল।
ধরিয়া যামিনী কর, লুকাইল শশধর,
বিরহিনী কুমুদিনী—লাজে আঁখি মুদিল॥
হেরিয়া পতির মুখ, পাইয়া বিমল সুখ,
সরোবরে সরোজিনী—আধ আধ ফুটিল।
শীতল মলয়ানীল, চারু অঙ্গ ছুঁয়ে দিল,
সৌরভে গৌরবে তার মধুকর জুটিল॥
প্রেয়সীর মুখখানি, সুধার সদন মানি,
সুশীতল শতদল, হৃদিতলে দলিল।
নিদয় বঁধুর চাপে— কোমল কমল কাঁপে;
সরোজ বদন মধু, পানে অলি ঢলিল॥
বসিয়া বিটপী'পরে, মিশিয়া পঞ্চম স্বরে,
রসীক বিহঙ্গকুল সুললিতে গাহিল।
মিটাইয়া রতি সাধ, খুলি আলিঙ্গন ফাঁদ,
শয্যা পরিহরি, নর নারীকুল চাহিল॥

* * * * * * * *

হ'ল যদি মূর্চ্ছাভঙ্গ, বসনে ঝাড়িয়া অঙ্গ,
অবন্তীর পতি দণ্ডী ধরাসনে বসিল।
কেঁদে কেঁদে আঁখি রাঙ্গা, হৃদয়ের বৃন্ত ভাঙ্গা,
নিবিড় আঁধার আসি আঁখি যুগে পশিল॥
মুখ চাপি কর তলে, তিতিয়া নয়ন জলে,
কহিতে লাগিল রাজা আধ আধ স্বরেতে—
"মানস! শুনরে বলি, কেনবা এমন হলি?
পরের বেদন কভু বোঝেনাত' পরেতে॥"
"জাননা কি নারীগণ, কটাক্ষে হরিলে মন,
সুখের অবধি আর থাকেনা হে থাকেনা।
দেখা'য়ে রসের ধূম, লম্পটে পাড়া'য়ে ঘুম,
শেষে তাঁর ধনে প্রাণে রাখেনা হে রাখেনা॥"

১২

দেখেন দু'ভায়ে ভীম আছেন বসিয়া।
রোষ কষায়িত আঁখি
অট্ট হাস্য থাকি থাকি
বিশ্ব বিমর্দ্দিনী গদা স্কন্ধেতে ধরিয়া॥

১৩

কহেন অনুজ দোঁহে যাইয়া তখন।
"আর্য্য! আপনার কাছে
দাসদ্বয় আসিয়াছে
অনুমতি পেলে বলে মনের বেদন॥"

১৪

"বুঝেছি" কহেন ভীম ঈষৎ হাঁসিয়া।
"নকুল তোদের একি
কুমতি হ'য়েছে দেখি
কেমনে স্মরণাগতে দিব তাড়াইয়া?"

১৫

"জেনেছি সকলি আর্য্য!" কহিল নকুল।
"শুন দাদা করে ধরি
দাস প্রতি কৃপা করি
জানত মোদের হরি চির অনুকুল॥"

১৬

"পরম সুহৃদ সনে করিয়া সংগ্রাম।
কালাগ্নি শিখায় ধ্বংস
হইবে পাণ্ডব বংশ
মাধব বিদ্রোহে আর্য্য কিনিবে কি নাম?"

১৭

"নিজগুণে কৃপা করি করুন শ্রবণ।
দাদা গো চরণে ধরি
দণ্ডী পরিহার করি
শান্তি অভিষিক্ত দেহ করুন এখন॥"

১৮

ব্রহ্মাণ্ডের পতি যিনি শমন দমন।
তাঁর সনে করি বাদ
ঘটাওনা পরমাদ
না' জানেন এখনো এ' সে রাধা রমণ॥"

১৯

"পাণ্ডবের শক্তি নিশি রয়েছে এখন।
জ্বালায়ে বিষের বাতি
ক'রোনা আলোক ভাতি
তোমার চরণে দাদা এই নিবেদন।"

২০

"যথেষ্ট হ'য়েছে ভাই করহ গমন।"
কহিলেন বৃকোদর
"কেন জ্বালাতন কর
কেন হ'ল তোমাদের কুবুদ্ধি এমন?

২১

"ধর্ম্মের অপেক্ষা কিরে বড় এ জীবন?
পশিতে মাধব রণে
শঙ্কুচিত নহি মনে
কথনো দণ্ডীরে নাহি করিব বর্জ্জন॥"

২২

"চাহিনাক সহায়তা মাধব সমরে।
তোমরা এসনা ভাই
তোমাদের নাহি চাই
দূর হও ভয় যদি পেয়েছ অন্তরে॥"

২৩

হইতেছে এইরূপ কথোপকথন।
শুনিয়া ভীমের বাণী
বিষম বিপদ মানি
হেন কালে ধনঞ্জয় দিল দরশন॥

২৪

কহে পার্থ "কি কুমতি হইল তোমার।
অজেয় পাণ্ডব বংশ
স্বেচ্ছায় করিবে ধ্বংশ
দেখাইয়া আলো আগে দেখাবে আঁধার ?

২৫

কহিলেন বৃকোদর—"মূর্খ ধনঞ্জয়"!
যদি সে পরম পিতা
অমূলক এ বৈরতা
করেন সাধন; তবে বলনা কি ভয় ?

২৬

ব্রহ্ম নারায়ণ—নর-ধর্ম্ম আচরণে—
যদি ধর্ম্ম শীলতায়
ব'ধা তিনি দেন হায়
তাঁহার অনন্ত গুণ বর্ণিব কেমনে ?

২৭

যাও ধনঞ্জয়! বাধা দিওনা'ক আর।
যায় প্রাণ যাক্ তবু
দণ্ডী ত্যজিবনা কভু
দাদারে বলিও মোর বজ্র অঙ্গীকার॥"

২৮

অনুজ দোহারে ল'য়ে বীর ধনঞ্জয়।
"হা অদৃষ্ট!" ইহা বলি
গেলেন দুঃখেতে চলি
ব'লিবারে যুধিষ্ঠিরে এই সমুদায়॥

২৯

অর্জ্জুনের মুখে শুনি সব বিবরণ।
বিষাদ বিষণ্ণ প্রাণে
ভীমের আবাস পানে
করিলেন যুধিষ্ঠির আপনি গমন॥

৩০

নিরখিয়া ভীম আসি করিল প্রণাম।
কহিলেন যুধিষ্ঠির
"শুন বৃকোদর বীর
ডুবালে চিরবিজয়ী পাণ্ডবের নাম?

৩১

না বুঝে দিয়াছ ভাই দণ্ডীরে আশ্রয়।
এবার পাণ্ডব বংশ
সমূলে হইবে ধ্বংশ
কৃষ্ণ সনে বাদ করা উচিত না হয়॥

৩২

কৃষ্ণ যে পাণ্ডব সখা ভুলেছ কি ভাই?
যদ্যপি মঙ্গল চাও
দণ্ডীরে ছাড়িয়া দাও
বান্ধব বিদ্রোহে কভু লিপ্ত হ'তে নাই।

৩৩

কটাক্ষে করেন যিনি জগত সংহার।
রণ করে তাঁর সনে
কে আছে এ ত্রিভুবনে
ভীমরে! হইল একি কুমতি তোমার?

৩৪

এখনও সময় আছে হও সাবধান
না ভাবিয়া পরকাল
বিচার ক'রেছ ভাল
কেন ভাই সবে মিলে হারাইবে প্রাণ

৩৫

বিশ্বময়, বিঘ্নহর, শ্রীমধুসূদনে।
বিনামূলে কিনেছিলে
কি করিতে কি করিলে
নিজ দোষে না চিনিলে অমূল্য রতনে॥

৩৬

হা অবোধ ! একি ঘোর প্রতিজ্ঞা তোমার ?
এখনও সতর্ক হও
সুতর্কেতে কথা কও
অগ্রজ বিরুদ্ধ কায ক'রোনাক আর ॥

৩৭

নিষেধ করিয়া বলি করহ শ্রবণ।
রাগ রূপ পদতলে
কুরূপ কুতর্ক বলে
সুতর্ক কুসুম দলে ক'রোনা দলন ॥

৩৮

কুযশের ধ্বজা ভাই তুলনাক আর।
বন্ধু দ্রোহ বড় পাপ
পাইবে প্রচুর তাপ
ধর ধর সুবিধান ভাইরে আমার ॥

৩৯

দামোদর পাণ্ডবের জীবন সহায়।
হ'ও না'ক ভ্রষ্ঠ পদ
অন্তে পাবে শ্রেষ্ঠ পদ
অলীক বৈরতা করি হারাওনা তাঁয় ॥

৪০

সহর্ষেতে জ্ঞান তরী করি আরোহণ।
ভক্তিভরে দিয়া পাল
ধরহ সুযুক্তি হাল
ধর্ম্মনদী মাঝে লক্ষ্য করি মোক্ষ ধন ॥"

৪১

কহিলেন ভীম তবে করিয়া শ্রবণ।
জোড় করি দুই হাত
ভূমে করি প্রণিপাত
"অগ্রজ ! সকলি জানি কপাল লিখন ॥

৪২

কেন দাদা বৃথা মোরে কর তিরস্কার।
দেহ-গৃহে মন-স্বামি
করিতে কুপথ গামি
বল দেখি হয় কি গো বাসনা কাহার ?

৪৩

স্মরণাগতেরে রক্ষা করা প্রাণপণে।
এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম
এই ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম
জ্বলন্ত অক্ষরে ইহা বিদিত ভুবনে॥

৪৪

অধর্ম্ম ক'রেছি কি বা দিন দেখাইয়া।
দাদা গো স্মরণাগতে
রক্ষা করা সাধ্য মতে
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এটা দেখুন ভাবিয়া॥

৪৫

মাধবের হস্তে যদি যায় এ জীবন।
ইহার অপেক্ষা তবে
সুখ কি কখন হ'বে
নিরূপম নিত্যধামে পা'বে নিকেতন॥

৪৬

চিরকাল তব আজ্ঞা ক'রেছি বহন;
কিন্তু দাদা আজ একি
ভাবান্তর বলদেখি
ধর্ম্মরাজ মুখ হ'তে অধর্ম্ম শ্রবণ॥

৪৭

অচল সে আর্য্যভক্তি এ হৃদি হইতে।
কে যেন ফিরায়ে নিল
তাই এ কুমতি দিল
সাহস ক'রেছি তাই কুবাক্য বলিতে॥

৪৮

কাল সর্প ক'রে থাকে বিষ উদ্গীরণ।
অমৃত ভাণ্ডার হ'তে
বিষ যদি কোন মতে
বাহিরায়; হয় তবে বিষাদিত মন॥

৪৯

অল্প বুদ্ধি লঘুচেতা সে অনুজ গণ।
দণ্ডীরাজে ত্যজিবারে
তাহারা বলিতে পারে
সে সকল কথা মধ্যে করিনা গমন।

৫০

শঙ্কিতা-স্বভাবা অতি জননী আমার
ভবিষ্যত নাহি চিনি
বলিতে পারেন তিনি
"বৃকোদর! কর তুমি দণ্ডী পরিহার॥"

৫১

কিন্তু দাদা একি ন্যায় বিরুদ্ধ বচন॥
আপনার মুখ হ'তে
বাহিরাল কেমনেতে
হায়রে এতই ছিল অদৃষ্টে লিখন॥"

৫২

যুধিষ্ঠির ভীম বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বিষাদ বিষণ্ণ প্রাণে
আপন আবাস পানে
চিন্তা সহচরি সনে করিলা গমন॥

ইতি নৈশকামিনী কাব্যে উপদেশো নামঃ নবমো স্তবকঃ।

দশম স্তবকঃ

১

এ দিকেতে বাসুদেব করেন শ্রবণ।
প্রাণভয়ে ভীত হয়ে
অশ্বিনীরে সঙ্গে ল'য়ে
অনির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডী ক'রেছে গমন ॥

২

দূত প্রেরিলেন হরি দণ্ডী দরশনে।
ফিরি কত দেশে দেশে
কাতর মলিন বেশে
প্রত্যাগত হ'ল দূত বিষাদিত মনে ॥

৩

দেখিয়া দূতের সেই মলিন বদন।
সকলি বুঝিতে পারি
কহিলেন চক্রধারী
"দূতবর! ইন্দ্রপ্রস্থে করহ গমন ॥

৪

যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসিবে যাইয়া তথায়।
সে দণ্ডী মাধব অরি
কোথা পলায়ন করি
লভেছে আশ্রয়; দেব বলুন আমায় ॥"

৫

"যে আজ্ঞা" বলিয়া দূত করিল গমন।
পবনের অবিরাম
গতিরে করিয়া ভাম
ইন্দ্রপ্রস্থে উদ্ধবক দিল দরশন ॥

৬

সত্যপ্রিয় যুধিষ্ঠির শুনিয়া সকল।
শশঙ্কিত হ'য়ে অতি
চাহিয়া দূতের প্রতি
বুঝিলেন আপনার ভাবী অমঙ্গল॥

৭

কহিলেন ধীরে ধীরে শুন দূতবর।
"ভীমের আশ্রিত হ'য়ে
অশ্বিনীরে সঙ্গে ল'য়ে
পাণ্ডব শিবিরাশ্রিত সে দণ্ডী পামর॥

৮

নিরাশ্রয় সে দণ্ডীরে—দেখি বৃকোদর।
দিয়াছে থাকিতে স্থান
রক্ষিতে তাহার প্রাণ
ক'রেছে সঙ্কল্প মহা করিতে সমর॥

৯

যাও দূত বিশ্বপিতা হরির সদনে।
বলগে এ দুঃসম্বাদ
ঘটেছে কি পরমাদ
অপরাধী পাণ্ডবেরা তাঁহার চরণে॥"

১০

কুনথীর এত কথা করিয়া শ্রবণ।
"যে আজ্ঞা" এ কথা বলি
বার্ত্তাবহ গেল চলি
দামোদরে এ সংবাদ করিতে জ্ঞাপন॥

১১

দূতেরে আসিতে দেখি কহিলেন হরি।
"কহ দূত কি সংবাদ এনেছ এখন॥
সাধের অবন্তী রাজ্য ভয়ে পরিহরি।
কোথা সে অবন্তীনাথ ক'রেছে গমন?"

১২

প্রণমিয়া মাধবের কমল চরণে।
কহিল যাদব দূত জোড় করি কর ॥
তব আজ্ঞা যুধিষ্ঠির শুনিয়া শ্রবণে।
কহিলেন এই কথা আমার গোচর ॥

১৩

"ভীমের আশ্রিত দণ্ডী ব'লো দামোদরে।
কভু না করিবে ভীম দণ্ডীরে বর্জ্জন ॥
বুঝায়েছি চারি ভ্রাতা কত বৃকোদরে।
শুনিল না তবু ভীম মোদের বচন ॥

১৪

প্রবল পদ্মার স্রোতে যথা তৃণচয়।
ভেসে যায়—কোন বাধা মানেনা তখন ॥
তেমতি হে নাহি করি বিপদের ভয়।
হিত উপদেশ ভীম করেনি শ্রবণ ॥

১৫

আমরা মার্জ্জনা চাই মাধব চরণে।
উচিত বিচার তিনি করুন এখন ॥
চিরদাস এ অধম পাণ্ডুপুত্রগণে।
ক্ষমুন করুণা বারি করি বিতরণ ॥"

১৬

দূতের বচন এই করিয়া শ্রবণ।
ক্রোধে থর থর হরি কাঁপিতে লাগিল ॥
রক্তজবা বিনিন্দিত যুগল নয়ন।
জগত সংহার যেন করিতে বসিল ॥

১৭

কহিলেন "এত গর্ব্ব কেন তার ?
মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড আজ দিব রসাতল !
শত্রু পক্ষপাতী ভীম—বন্ধু না আমার ?
এই কিরে বন্ধুতার তীব্র প্রতিফল ?

১৮

কে দিল সে বৃকোদরে কুমতি এমন ?
কার বলে এত বল এত অহঙ্কার ?
অনলে পতঙ্গ সম হইতে নিধন।
এত দিনে হল বুঝি সূচনা তাহার ?

১৯

বন্ধু মোর ভীম ? না—না—শত্রু সে আমার।
সাধিল শত্রুর কায তাই সে এখন।
কত বল ধরে ভীম দেখিব এবার।
দেখিব সে পাপাত্মার প্রতিজ্ঞা কেমন ॥

২০

রে ভীম ! কাহার বলে এত অহঙ্কার ?
অকালে উঠাবি কেন ধরণীর বাস ?
বাঁচিতে বাসনা বুঝি নাহি তোর আর ?
বন্ধুদ্রোহী হ'তে তাই করিলি প্রয়াস ?

২১

হে মদন ! তুমি বাছা যাও একবার।
বলগে সে যুধিষ্ঠিরে সব বুঝাইয়া ॥
মজিল পাণ্ডব বংশ মজিল এবার।
বিনা দোষে মোর সনে বিবাদ করিয়া ॥"

২২

শুনিয়া পিতার আজ্ঞা অনঙ্গ তখন।
বিমানে আরোহি সুখে সজ্জিত হইয়া ॥
মহাক্রোধে ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন।
পবনের অবিরাম গতিরে লঙ্ঘিয়া ॥

২৩

সসম্ভ্রমে কাম বীরে করি আলিঙ্গন।
ধীরে ধীরে যুধিষ্ঠির কহেন তখন ॥
"প্রদ্যুম্ন কি মনে করি হেথা আগমন ?
বল তব জনকের কুশল কেমন" ?

২৪

কহিলেন যুধিষ্ঠিরে অনঙ্গ তখন।
"কুশলে আছেন আর্য্য জনক আমার ॥
কিন্তু আর্য্য একি শুনি সংবাদ ভীষণ?
দুরাচার দণ্ডী নাকি আশ্রিত তোমার?

২৫

তোমারি আশ্রিত সেই দণ্ডী কুলাঙ্গার?
আর্য্য একি! কেন তব কুমতি হইল?
বহুমূল্য মাণিকেরে করি পরিহার।
মাখাল ফলেতে কেন প্রয়াস জন্মিল?

২৬

নীচ ধর্ম্ম রক্ষা করি কেমনেতে হায়।
কোণ প্রাণে—কি বিচারে—কিসের কারণ।।
মোক্ষ ধর্ম্ম নষ্ট তুমি করিলে হেলায়?
কার কাছে শিখেছিলে বিচার এমন?

২৭

ধর্ম্মরাজ! এই তব ধর্ম্মের প্রশ্রয়?
তুমি না পিতার বন্ধু?—কেমনে বলনা?
বন্ধুর অরীরে সুখে দিয়াছ আশ্রয়।
সখার হৃদয়ে দিতে অনন্ত যাতনা ॥

২৮

বন্ধুর সুখেতে সুখী অসুখে অসুখ।
এইত বন্ধুর কার্য্য ক'রেছি শ্রবণ ॥
কিন্তু একি ধর্ম্মরাজ প্রেমের কৌতুক?
যারি সনে প্রেম তারি অনিষ্ট সাধন?

২৯

কুমুদ বল্লভ চন্দ্র উদিলে গগণে।
প্রেম ভরে কুমুদিনী করি দরশন ॥
সরসি সলিল মাঝে প্রফুল্লিত মনে।
বন্ধুতার পরিচয় দেয় সে কেমন ॥

৩০

আবার সুখের নিশি হ'লে অবসান।
(শশী যবে অস্তাচলে করেন গমন ॥)
দুঃখভরে কুমুদিনী ঢাকিয়া বয়ান।
বন্ধুতার পরিচয় দেয় সে কেমন ॥

৩১

উদিলে তরুণ রবি কমলো তেমনি।
প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু করি পরশন ॥
অনন্ত উচ্ছ্বাশ আহা তুলিয়া অমনি।
সুখমনে তপনেরে করে সম্ভাষণ ॥

৩২

অস্তগামী দিবাকর এ দোষে আবার।
কমলিনী করে দুঃখে মুদিত নয়ন ॥
তখন সুষমা তার নাহি থাকে আর।
বন্ধুতার পরিচয় দেয় সে কেমন ॥

৩৩

এদেখে কি ফোটেনি কং তোমার নয়ন ?
পাওনি কি এ শিক্ষা—কেমন প্রণয় ?
বল তবে ধর্ম্মরাজ বল কি কারণ ?
বন্ধুর শত্রুরে তুমি দিয়াছ আশ্রয় ?"

৩৪

"শুনিলনা বৃকোদর আমাদের কথা।
চাহিল না দণ্ডীরাজে করিতে বর্জ্জন ॥
সমর প্রতিজ্ঞা করি আরো দিল ব্যথা।
কত বুঝায়েছি তারে ভাই চারিজন ॥

৩৫

বুঝালেন বৃকোদরে কত মা আমার।
দণ্ডীরে ত্যজিতে—দিয়া উপদেশ কত ॥
শুনিল না ভীম তবু বচন তাঁহার।
দণ্ডী পরিহারে কভু হ'ল না সম্মত ॥

৩৬
কহেন মদন পুনঃ ঈষৎ হাঁসিয়া।
"আর্য্য! ও ছলনা বাক্য করিয়া শ্রবণ॥
কঠিন আমার মন যাবে না ভুলিয়া।
অবশ্য ইহার ফল ভুঞ্জিবে এখন॥

৩৭
নির্ব্বাণ কালেতে যথা প্রদীপের শিখা।
প্রতিভা প্রকাশ করে; অথবা যেমন—
মরণ সময়ে পাখা ধরে পিপীলিকা।
বেড়েছে পাণ্ডব বল তেমতি এখন॥

৩৮
ধর্ম্মরাজ! আর কভু নাহিক নিস্তার।
যাদব কুলের এই তীক্ষ্ণ শরস্রোতে॥
ইন্দ্রপ্রস্থ তিরোধান হইবে এবার।
ডুবিবে পাণ্ডব নাম ভীম ওতপ্রোতে॥"

৩৯
অন্তর জ্বলনী বাণী করিয়া শ্রবণ।
চরণে দলিত সর্প সম বৃকোদর॥
কহিতে লাগিল করি গভীর গর্জ্জন।
"কি কহিলি লঘুচেতা পাষণ্ড বর্ব্বর॥

৪০
তোদের বীরত্ব যত চিত্রিত সকল।
ব্রহ্মাণ্ড ফলকে আছে জ্বলন্ত অক্ষরে॥
মিছা কেন বিভীষিকা দেখাস্ কেবল।
কি ভয় দেখাবি আর বীর বৃকোদরে?

৪১
মথুরা ছাড়িয়া তোরা মগধের ভয়ে।
আছিস দ্বারকাধামে করি পলায়ন॥
নাহিক সারত্ব কিছু তোদের হৃদয়ে।
শরতের মেঘ সম তোদের গর্জ্জন॥

৪২

জানিয়ে যাদব বংশ ধরে কত বল।
বীরত্ব জানিতে আর বাকি কি আমার।
বীরত্বের মধ্যে খালি শ্রীহরি কেবল।
ক'রেছেন জয়লাভ বিরুদ্ধে তোমার॥

৪৩

ওহে কাম! কি আমারে দেখাইছ ভয়!
কার কাছে কর তব বল প্রকটন?
ও ভয়ে শঙ্কিত নহে পাণ্ডব হৃদয়।
বৃথা তোর লম্ফ ঝম্ফ বৃথা আস্ফালন॥

৪৪

বলিস্ জনকে তোর—; বীর বৃকোদর।
করিয়াছে সর্ব্বসাক্ষী প্রতিজ্ঞা ভীষণ॥
থাকিতে শোণিত বিন্দু—দণ্ডী দণ্ডধর।
কালের কবলগ্রস্ত হ'বেনা কখন॥

৪৫

কৈলাশ পর্ব্বত যদি নাড়ে পিপীলিকা।
দিবাকর হয় যদি পশ্চিমে উদয়॥
শীতলতা পায় যদি দহনের শিখা।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর নড়িবার নয়"

৪৬

"দেখিব বীরত্ব তবে রহে কতক্ষণ।
সাজ তবে বৃকোদর সমর সজ্জায়॥"
এত বলি মনসিজ করিল গমন।
ইন্দ্রপ্রস্থ হ'তে তবে লইয়া বিদায়॥

৪৭

বুঝালেন যুধিষ্ঠির কতই তখন।
"কেন ভীম ডুবাইবে পাণ্ডবের নাম?
আপনি অরাতি যদি হন নারায়ণ।
হইবে কি জয়ী তুমি করিয়া সংগ্রাম?

৪৮

শত ২ উপদেশ কোথায় মিশিল।
পশিলনা কোনটাই ভীমের শ্রবণে॥
অটল অন্তর তাঁর তবু না টলিল।
নিস্তব্ধ হ'লেন তবে ভাই চারিজনে॥

৪৯

এ দিকে আসিয়া কাম দ্বারকা নগরে।
সকলি পিতার কাছে করে নিবেদন॥
পশিলে কামের বাক্য শ্রবণ বিবরে।
ক্রোধেতে করেন হরি লোহিত লোচন॥

৫০

ছলনা দেবীরে তবে আলিঙ্গন করি।
পাণ্ডবের যশোরাশি কারে:ত প্রচার॥
ক্রোধের গহনা গুলি পরিলেন হরি।
যোদ্ধাবেশে নীল অঙ্গ শোভিল তাঁহার॥

৫১

পাণ্ডবগণের সহ করিতে সমর।
করিলেন বাসুদেব ত্রিলোক বরণ॥
কেবল অনিমন্ত্রিত কৌরব নিকর।
নিমন্ত্রিত হ'ল আর যত নৃপগণ॥

৫২

গোবিন্দের-অনুরোধে শশাঙ্ক শেখর।
বাসব, শমন আদি যত দেবগণ॥
হইলেন উপনীত দ্বারকা নগর।
হইল যাদব পুরী সুন্দর শোভন॥

৫৩

উর্দ্ধমুখে রণভেরী বাজিতে লাগিল।
রণ হেতু সাজিলেন যত দেবগণ॥
ত্রৈলোক্য-জননী রূপ দ্বারকা ধরিল।
কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড শুনি বীর আস্ফালন।

ইতি নৈশকামিনী কাব্যে সমরোদ্যোগ নামো দশমঃ স্তবকঃ।

একাদশ স্তবকঃ।

বসিয়া আছেন রাজা যুধিষ্ঠির
হেম সিংহাসনোপরে।
সহদেব আর নকুল সুধীর
চামর ব্যজন করে॥
চিন্তার প্রভাবে ধর্ম্মরাজ হায়
ব্যাকুল বিবশ পারা।
শঙ্কার সন্তাপে ধরণী ভিজায়
যুগল নয়ন ধারা॥
নিরখি এভাব কহিল নকুল
"কি হবে কাঁদিলে আর।"
"এখনি বাধিবে সংগ্রাম তুমুল
উপায় দেখুন তার॥
ত্রৈলোক্য সহায়ে করিবারে রণ
আসিছেন হরি যবে।
এ মহানগরী অবশ্য এখন
প্রেতে পরিণত হবে॥
কি হ'বে করিলে আলস্য আশ্রয়
উপায় দেখাত চাই।
ব'সে থাকা দাদা সমুচিত নয়
কি হবে ভাবুন তাই॥"
নকুলের কথা করিয়া শ্রবণ
কহেন পাণ্ডব নাথ।
"লঙ্ঘিবে কে বল অদৃষ্ট লিখন
এ যে ঈশ্বরের হাত॥
অপরাধী মোরা কেশব চরণে
উপায় না দেখি আর।
বলরে নকুল বহিব কেমনে
দারুণ দুঃখের ভার॥"

কহেন তথন সহদেব বীর
নামায়ে বদন থানি।
“কেন দাদা তুমি হইলে অধীর
মনে না ধৈরয মান?
যদি আমাদের করিতে নিধন
হরির বাসনা থাকে।
অবশ্য আমরা ত্যজিব জীবন
স্মরণ করিয়া তাঁকে॥
ভীরুতার পদ করিয়া লেহন
বাঁচিয়া থাকা কি ভাল?
তার চেয়ে ভাল যাক্ এ জীবন
ঘুচুক জঞ্জাল জাল॥
হ’ক ইন্দ্রপ্রস্থ প্রেতের ভবন
যাক্ এ জীবন তবু—
অচ্যুত সমরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন
করিতে নারিব কভু॥
করিব সংগ্রাম ভাই চারিজন
আদেশ করহ তুমি।
হ’ক ইন্দ্রপ্রস্থ অতলে মগন
ভীষণ শ্মশান ভূমি॥”
সহদেব যদি এতেক বলিল
সকলে দিলেন সায়।
অন্তরেতে ভীম ঈষৎ হাঁসিল
ভীম ত ইহাই চায়॥
ধর্ম্মরাজ তবে কহেন তথন
চাহি সহদেব প্রতি।
“দেখ দেখি ভাই করিয়া গণন
কিরূপ গ্রহের গতি?
রাশিচক্রগণি দেখ একবার
কি আছে ভবিষ্যে লেখা।
ভাবী যবনিকা করি উত্তোলন
কি আছে আমারে দেখা॥”

বীর সহদেব অগ্রজ বচন
শুনিয়া উদ্যম ভরে।
নবীন হরষে অমনি তখন
বসিয়া গণনা করে॥
সহদেব হাঁসি উঠিল তখন
করিয়া গণনা সায়।
ধর্ম্মরাজ তাহা করি দরশন
সাদরে সুধান তায়॥
"এঘোর বিপদে কিসের কারণ
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে।
কেন ভাই হেরি হরষ লক্ষণ
লক্ষিত তোমার মুখে॥"
জোড় করি কর আনত বদনে
সহদেব তবে কহে।
"কোন চিন্তা দাদা ক'রোনাক মনে
ভাবী অমঙ্গল নহে॥
হবে বটে ত্বরা ভীষণ সমর
মোরা জয়ী হ'ব তায়।
এখনো পাণ্ডবে দেব দামোদর
রেখেছেন নিজ পায়॥
চিরদিন (ই) তিনি পাণ্ডব সহায়
আমরা যে তাঁর প্রাণ।
পেতেছেন ফাঁদ দামোদর হায়
বাড়াতে মোদের মান॥
কুশাঙ্কুরে মোরা হইলে আহত
শেল ব্যথা তাঁর লাগে।
মোদের বেদনে হৃদে তাঁর শত
কুলিশ বেদনা জাগে॥
আর্য্য বৃকোদর নিজ বুদ্ধিবলে
কুলের গৌরব রেখে।
করিবেন রণ দেবতা সকলে
মোহিত হ'বেন দেখে॥

পাণ্ডব কুলেতে কলঙ্ক লেপণ
সহিবে কি দাদা বল ?
ভীরু অপবাদ ঘোষিলে ভুবন
জীবনে কি তবে ফল ?
স্মরণাগতেরে দিলে তাড়াইয়া
এ জগতে কিসে তবে ?
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড মোহিত করিয়া
পাণ্ডব গৌরব রবে ?
বন্ধুদ্রোহী হব আশ্রিতের তরে
পাপ ইথে নাহি জানি।
আশ্রিতের তরে পশিব সমরে
পাপ ইথে নাহি মানি ॥
স্মরণাগতেরে করিব পালন
দেখাব ধর্ম্মের দাপ।
বন্ধুসনে হ'বে সমর ভীষণ
কে বলে তাহাতে পাপ ?
করিবেন হরি হীনতা স্বীকার
পাণ্ডব গৌরব হেতু।
তাঁহারি কৃপায় বাঁধিব এবার
পবিত্র ধর্ম্মের সেতু ॥
বীর বৃকোদরে নিন্দি অকারণ
করেছি বড়ই পাপ।
ধর্ম্মপ্রাণ তিনি তাহারি কারণ
পেতেছি প্রচুর তাপ ॥"
নিগূঢ় বৃত্তান্ত করিয়া শ্রবণ
সে সহদেবের মুখে।
হন ধর্ম্মরাজ পুলকে মগন
নব আশা ধরি বুকে ॥
ভাই চারিজনে কহেন তখন
"সম বিজড়িত রবে।"
"সহদেব যাহা বলিল এখন
শুনিলেত ভাই সবে ॥

চিন্তহ ত্বরায় উপায় ইহার
নব আশা হৃদে ধরি।
সমর সাগর হইবারে পার
দেখনা উদ্যম তরী॥
প্রেম যে কেমন জেনেছি এবার
কে জানিত বল আগে?
ভালবাসি যারে অসুখে তাহার
কুলিশ বেদনা জাগে॥
এগূঢ় রহস্য প্রকাশ এখন
ক'রোনা ক'রোনা কেহ।
বীরেন্দ্র হৃদয়ে ধর্ম্ম যে কেমন
পরিচয় তার দেহ॥
সৈন্য সমাবেশ করহ এখন
নবীন উদ্যম ভরে।
ভাই দুর্য্যোধনে সসৈন্যে বরণ
ক'রে এস ত্বরা ক'রে॥
চির শত্রু বটে দুষ্ট দুর্য্যোধন
তথাপি ভেবনা পর।
হস্তিনায় ত্বরা করিয়া গমন
তাহারে বরণ কর॥
রাজনীতি ভাল জানে দুর্য্যোধন
সসৈন্যে আসিবে ত্বরা।
বীরপদ হৃদে করিয়া ধারণ
কাঁপুক বিশাল ধরা॥
যাও হে নকুল হস্তিনা নগরে
ক'রোনাক আর দেরী।
কৌরব নিকরে আনিয়া সাদরে
বাজাও সমর ভেরী॥"
চলিল নকুল হস্তিনা নগরে
কৌরব বরণ তরে।
এদিকেতে ভীম প্রফুল্ল অন্তরে
সৈন্য সমাবেশ করে॥

নকুলের কথা করিয়া শ্রবণ
রাজা দুর্য্যোধন কহে।
"তোমাদের পক্ষ করি সমর্থন
আমার কি ইচ্ছা নহে॥
যাব ইন্দ্রপ্রস্থে আমরা সকলে
ভেবনা তোমরা কিছু।
নির্ভয়ে পশিও সমর অনলে
আমরা যেতেছি পিছু॥"
শুভ বার্ত্তা এই করিয়া বহন
হয়ে অতি হৃষ্টমতি।
ইন্দ্রপ্রস্থ ধামে নকুল তখন
চলি গেল দ্রুতগতি॥
ডাকি অন্তরালে তবে দুর্য্যোধনে
মাতুল শকুনি কয়।
"পশিব আমরা মাধবের রণে
এও কি উচিত হয়?
চিরশত্রু সেই পাণ্ডবেরা সবে
ভুলে কি গিয়াছ হায়?
তাদের লাগিয়া কেন বল তবে
কুড়ালি হানিবে পায়?
অমিত বিক্রম দেব নারায়ণ
তাঁহার সহিত রণ?
কি ভীষণ কথা হারাবে জীবন
কেন বাছা দুর্য্যোধন?
শকুনির কথা করিয়া শ্রবণ
কহেন বিদুর তবে।
"অবশ্য করিতে জ্ঞাতিত্ব পালন
সমরে সাজিতে হবে॥"
"বেস্ বেস্" বলি দিল সবে সায়
সাজিল কৌরব কুল।
কাঁপিল হস্তিনা বীরত্ব প্রভায়
করিয়া আপনা ভুল॥

সৈন্যাধ্যক্ষ ভার করিয়া গ্রহণ
চলে দুর্য্যোধন তবে।
শিশুপাল আদি মহীপালগণ
চলিল হুঙ্কার রবে॥
আসি ধর্ম্মরাজ চরণ কমলে
প্রণমিল দুর্য্যোধন।
জানাইয়া তারে স্নেহ সম্ভাষণ
যুধিষ্ঠীর কন—"ভাই!"
"মাধবের সনে বাধিয়াছে রণ
আর ত উপায় নাই॥
করহ সকলে যুদ্ধ আয়োজন
বিলম্বে নাহিক ফল।
দেখুক ব্রহ্মাণ্ড মেলিয়া নয়ন
কুরু-পাণ্ডবের বল॥"
কুনথীর কথা করিয়া শ্রবণ
কৌরবেরা সায় দিল।
একে একে সবে মিলিল তখন
যে যেখানে ব'সে ছিল॥
যদু বীরগণ বিরাজিত যথা
পাণ্ডব বিনাশ তরে।
পাণ্ডব কৌরবো চলিলেন তথা
সমর বাসনা ক'রে॥
যমুনা পুলিনে হ'ল দরশন
উভয় দলেতে তবে।
বাজিতে লাগিল সমর বাদন
বারিদ গম্ভীর রবে॥
বীর আস্ফালনে— বীর পদ ভরে
কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব।
গেল বুঝি সৃষ্টি এ ঘোর সমরে
এমনি ভীষণ দৃশ্য॥
কুন্তী দেবী হেথা করেন শ্রবণ
রাজ অন্তঃপুরে থাকি।

শ্রীহরির সনে উপস্থিত রণ
ঝরিল তাঁহার আঁখি॥
ডাকিতে মাধবে সম্বরি ক্রন্দন
পাঠায়ে দিলেন দাসী।
শুনিয়া শ্রীহরি অমনি তখন
উপনীত হ'ল আসি॥
"এস বাছা এস" কুন্তী দেবী কন
প্রণমিলা তাঁয় হরি।
দেন কুন্তী দেবী বসিতে আসন
কতই যতন করি॥
নিস্তব্ধ ভাবেতে থাকি কিছুক্ষণ
কন হরি মৃদুভাষে॥
"কহ পিতৃস্বসে কিসের কারণ
আহ্বান করিলে দাসে?"
কহিলেন কুন্তী স্নেহ সম্ভাষণে
"হাঁরে ও নিঠুর হরি!"
"করিতে নিধন দীন ভ্রাতাগণে
আসিলে কেমন করি?
তবে কি তোমার সরল হৃদয়
রেখেছ শঠতা ভরি?
তবে কি তোমার মধুর প্রণয়
শুধু বিষময় হরি?
করিরে মিনতি করেতে ধরিয়া
বারেক শ্রবণ কর।
যাও ফিরে বাছা পাণ্ডবে ক্ষমিয়া
বিহিত বচন ধর॥
চির দাস তোর পাণ্ডুপুত্রগণ
তোর কি সাজে এ বেশ?
পাণ্ডব সকলে হইলে নিধন
জগত হাঁসিবে শেষ॥
পাণ্ডব শোণিত তোর সুদর্শন
একান্তই চায় যদি।

কর্, বাছা কর্, সময়ে গমন
আগেতে আমারে বধি ॥”
কুন্তীর বচন করিয়া শ্রবণ
কহেন তখন হরি।
“কেন পিশি হ’লে উতলা এমন
অলীক ডরেতে ডরি ?
ওগো পিতৃস্বসে ত্যজ অভিমান
হৃদয়ে ধৈর্য্য ধর।
পাণ্ডব সকলে আমার যে প্রাণ
তারা কি আমার পর ?
বাঁধা আছি সদা পাণ্ডব প্রণয়ে
আমিত আমার নই।
থাকি অনুক্ষণ ভক্তের হৃদয়ে
জানিনা’ক ভক্ত বই ॥
চির ভক্ত মম পাণ্ডব সকল
বাড়াতে তাদেরি মান।
জ্বেলে’ছি ভীষণ সমর অনল
করিব বিজয় দান ॥
তুচ্ছ তুরঙ্গিনী লোভেতে আমার
উন্মত্ত হয় কি মন ?
পাণ্ডব গৌরব করিতে বিস্তার
কেবল করিব রণ ॥
ওগো পিতৃস্বসে! আমিত কখন
মানের ভিখারী নই।
শোননি কি তুমি ভক্তের কারণ
কত জ্বালা প্রাণে সই ?
পায় যে মা ভক্ত অনন্ত জীবন
আমার চরণ সেবি।
সে ভক্তেরে আমি করিব নিধন
কেমনে বলনা দেবি ?
কর ২ তুমি চিন্তা পরিহার
হৃদয়ে ধৈরয ধরি।

এখনি আসিবে পুত্রেরা তোমার
সমর বিজয় করি॥
করহ পুত্রের কল্যান কামনা
কুন্তীরে এতেক বলি।”
প্রবোধিয়া কত করিয়া সান্ত্বনা
কেশব গেলেন চলি॥

ইতি নৈশকামিনী কাব্যে কৌরব বরণো নামঃ একাদশঃ স্তবকঃ

দ্বাদশ স্তবকঃ

১

করিলেন ভীম গদা উত্তোলন।
করিলেন পার্থ গাণ্ডীব ধারণ॥
অরাতির বক্ষ করিতে বিদার।
উজলি উঠিল তীক্ষ্ণ তরবার॥
বাধিল সমর বাধিল ওই॥

ছুটিল উৎসাহ সবার হৃদয়ে।
কেহনা ডরিল মরণের ভয়ে॥
গর্জ্জে মুহুর্মুহু বজ্রের অনল।
ততোধিক গর্জ্জে যত বীরদল॥
বাধিল সমর বাধিল ওই॥

২

কাঁপিল বিটপী পল্লব মুকুল।
কাঁপিল বৃক্ষের যত ফল ফুল॥
কাঁপিল নীরবে বিহঙ্গম কুল।
কাঁপিল সাগর ভীষণ রবে॥

অশনি নির্ঘোষ হয় প্রতিধ্বনি।
আতঙ্কে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিল অমনি॥
ভয়ে পশুগণ পরমাদ গণি।
বিজন বিপিনে পশিল সবে॥

৩

অসীম অনন্ত গগণ উপর।
ভয়ে ঘন ঘন কম্পে জলধর॥
পাইল সকলে মরণের ডর।
বুঝি বা ব্রহ্মাণ্ড হইল নাশ॥

নবীন উৎসাহে নাচে বীরদল।
পদভরে ধরা করে টলমল॥
বুঝি বা সৃষ্টি হায় গেল রসাতল।
ভাবি সবে মনে পাইল ত্রাস॥

৪

কহিলেন ভীম রামেরে ডাকিয়া।
তুলিয়াছি গদা তোমারি লাগিয়া॥
এস হলধর হৃদয় পাতিয়া—
যদি তব দেহে সাহস থাকে॥

তুমি হলধর আমি গদাধর।
দেখিব হৃদয়ে কত বল ধর॥
শুনিয়াছি আমি যাহারা অমর।
মরণের ভয় তারা না রাখে॥

৫

তবে কেন তুমি অমর হইয়া।
মরণের ভয়ে আছ দাঁড়াইয়া॥
তুলিয়াছি গদা তোমারি লাগিয়া।
সাহস রজ্জুতে হৃদয় বাধ॥

বিশ্বজয়ী বীর ভীমের গর্জ্জন।
অমিত বিক্রম অর্জ্জুনের পণ॥
এ সকল এবে করি দরশন।
মিটিবে তোমার সমর সাধ॥"

৬

ভীমের নিকট আসিয়া তখন।
হাঁসিয়া অমনি রেবতী রমণ॥
কহেন তাঁহারে করি সম্বোধন॥
"অবাক্ হ'য়েছি সাহসে তোর॥"

"কিসে এত জারি এত অহঙ্কার?
বাঁচিতে বাসনা নাহি বুঝি আর?
হানিবি না গদা হৃদয়ে আমার?
এখনো যায়নি ঘুমের ঘোর?

৭

দিলাম রে ভীম হৃদয় পাতিয়া।
দেখ্ একবার গদা প্রহারিয়া॥
পরিণামে তোর শোণিত লইয়া—
হলের ফলকে করাব স্নান॥

না হ'বে নির্ব্বাণ সমর কখন॥
ললাটে যে ইহা বিধির লিখন॥
পাণ্ডু বংশ আজ হইবে নিধন—
ছাড়িবনা ক'রে থাকিতে প্রাণ॥"

৮

তালাঙ্কের কথা শুনি কহিলেন ভীম।
"নহি কাপুরুষ আমি পুরুষত্ব হীন॥
পাষাণ আমার প্রাণ
ভয় কোথা পাবে স্থান
কেন তবে হলধর দেখাইছ ভয়?
প্রবল তরঙ্গে তৃণ স্থির কোথা রয়?

৯

দণ্ডী অনুকুল রণে পশেছি যখন।
অবশ্য করিব রক্ষা তাহার জীবন॥
সৈকতের বাঁধ প্রায়
বাধা কেবা দিবে তায়
আসিলে আপনি যম মস্তকে তাহার।
বিশ্ব বিমর্দ্দিনী গদা করিব প্রহার॥

১০

মণিলোভে ফণিশিরে দেহ করপুট।
জাননা দশনে কাল ধরে কালকূট?
হলধর তুমি কিহে
জীবনের শান্তি-গৃহে
অশান্তি অর্গল দিতে ক'রেছ প্রয়াস।
অসাধ্য সাধনে তাই তব অভিলাষ॥

১১

ভাল—এস তবে—দেখি ধর কত বল।
প্রাণের পিপাসা এস নিভাই সকল॥
এখনি বীরত্ব পূর্ণ
হৃদয় করিব চূর্ণ
পাবেনা একটু দয়া কাঁদিয়া কোথায়।
শকুনি গৃধিনী তব শেষের সহায়॥”

১২

কহেন মুষলী শুনি ভীমের বচন।
“কেন বৃকোদর বৃথা করিস্ গর্জ্জন?
তোর ও বীরত্ব গর্ব্ব
এখনি করিব খর্ব্ব
কোনো মতে আজ তোর না দেখি নিস্তার।
শমন ডাকিছে তোরে কোথা যাবি আর॥

১৩

আমার এ তীক্ষ্ণতম মুষলের মূল।
হ’য়েছে এবার ভীম তোর প্রতিকূল॥
অনিত্য জীবন ভার
বহিতে হবেনা আর
এখনি কালের গর্ভে করিবি শয়ন।
বিনা মূলে বিকাইবি অমূল্য জীবন॥

১৪

আধ দেখা স্বপ্নটুকু কে তোর ভাঙ্গিল?
এমন সাধের ঘুমে কে রে জাগাইল?
নরাধম, তোর কাছে
আর কি জগতে আছে
আজি তোরে বস’ইব কালের আসনে।
পঙ্গু তুই হিমালয় লঙ্ঘিবি কেমনে?

১৫

বধির শুনিবে গীত শুনে হাঁসি পায়।
মশক নিধনে কেবা যশ কোথা পায়?
একটু হলি না ভীত
একটুকু সশঙ্কিত
কাঁদিলনা প্রাণ তোর—প্রাণের আশায়?
এ কাল সমরে ভীম আয় তবে আয়॥

১৬

মুষলীর কথা গুলি করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন ভীম তাঁরে করি সম্বোধন॥
"ক্ষত্রিয় তনয় সেই
সমরে কি ডরে সেই
ক্ষত হ'তে উদ্ধারে যে ক্ষত্রিয় সে জন।
একথা কি বলরাম কর'নি শ্রবণ?

১৭

"অকালে রে রেবতীর কাঁদাইলি প্রাণ?
রেবতীর প্রেম-চন্দ্র হ'লি অবসান?
রেবতীর আশা তরী
তা'রে কাঙ্গালিনী করি
অকালে ডুবিলি ভীম সমর তুফানে?
আতঙ্কে করুণা দেখ চাহে তোর পানে॥

১৮

অটল প্রতিজ্ঞা মোর হিমাদ্রি সমান।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পমান॥
হলধর তার মাঝে
এলি তুই কোন লাজে
অনলে পতঙ্গ সম হইতে নিধন।"
এত বলি করে ভীম গদা উত্তোলন॥

১৯

কহিলেন হলধর ক্রোধিত অন্তরে।
"ফণী যার দংশে শিরে ঔষধে কি করে॥
অর্পিমাম উপদেশ
প্রতিফল দিলি বেস্
জীবনের আশা তুই কর পরিহার।
করিব হৃদয় তোর শতধা বিদার॥

২০

যে কৃষ্ণ তোদের ছিল বলের আধার।
নিরাপদে ছিলি তোরা করুণায় যার॥
দুরাকাঙ্খা ভরে করি
হইলি তাহারি অরি
কর্ তবে ফল ভোগ কৃতঘ্ন পামর।
নাহিক আমার হৃদে দয়ার নির্ঝর॥"

২১

প্রতিযোধ রূপে তবে রেবতী রমণ।
করিলেন বিশ্বভেদী মুষল ধারণ॥
বাধিল তুমুল রণ
কাঁপে ঘন ত্রিভুবন
ছুটিল বিজয় আশা দোঁহার হৃদয়ে।
ভয়ে যেন সে যমুনা গেল নদী হ'য়ে॥

২২

বাধিল উভয় পক্ষে ভীষণ সমর।
অস্ত্র বরিষণে হ'ল আচ্ছন্ন অম্বর॥
ঘন ঘন শর বৃষ্টি
চলেনা চোখের দৃষ্টি
সিংহনাদে কর্ণদ্বয় হইল বধির।
ভিজিল সুন্দর বেশ লাগিয়া রুধির॥

২৩

যাদবগণের দেখি প্রতাপ প্রবল।
হইল নিস্তেজ প্রায় পাণ্ডবের দল॥
এ ভাব দর্শন করি
বিষাদে ভাবেন হরি
"অমৃত লোভেতে হায় উঠিল গরল।
ভঙ্গপ্রায় প্রিয় ভক্ত পাণ্ডবের দল॥"

২৪

"বজ্রধর ইন্দ্র—ভব—বিধাতা—শমন।
হ'য়েছেন এ সংগ্রামে প্রবৃত্ত যখন॥
কেহ নাই ত্রিভুবনে
বিজয়ী হয় এ রণে
তবে কি পণ্ডাবকুল হইবে নিধন?
বিফল বাসনা মোর হ'ল কি এখন!"

২৫

এতেক ভাবিয়া তবে দেব নারায়ণ।
স্বদলের বল হ্রাস করেন তখন॥
তবে পাণ্ডবের দল
হৃদয়ে পাইয়া বল
দেবগণে পুনঃরায় করে আক্রমণ।
ঢাকিল কলঙ্ক ছায়া দেবের বদন॥

২৬

ব্রহ্মা, শিব, বাসবাদি ভাবেন তখন।
"বিকৃতি সুর প্রকৃতি কিসের কারণ?
অমর এ দেবদল
কেন হ'ল হীনবল
সুর গর্ব্ব পাণ্ডবেরা দিল রসাতল?
হইল কি পরাজয় মোদের সম্বল?"

২৭

" প্রাণপণে করি রণ যত দেবগণ।
করিতে নারিল হায় পাণ্ডব নিধন ॥
এ যে দেখি দৈবশক্তি
হারাইল নিজ শক্তি
দেব অস্ত্র পাণ্ডবেরা করিল অবশ ?
সুর কুল পরাজয়ী ?—এ কি অপযশ !!

২৮

জগত বন্ধুর হায় সাহায্যে আসিয়া।
জগত হাঁসায়ে মোরা যাব কি ফিরিয়া ?
কি লজ্জা অমর কূলে
বিঁধিল কলঙ্ক শূলে
মানবের হাতে গেল দেবতার মান ?
তুলিল পাণ্ডব কুল বিজয় নিশান ?

২৯

সে যা হ'ক কি হইবে ভাবিলে এখন ?
মূল অস্ত্র এইবার করিব ক্ষেপণ ॥
দেখিব পাণ্ডব দল
ধরে দেহে কত বল
ত্রৈলোক্য বিজয়ী তারা কিসের কারণ ?
দেখি সবে মূল অস্ত্র করিয়া ক্ষেপণ ॥"

৩০

এত ভাবি মনঃ দুঃখে যত দেবগণ।
আপন আপন অস্ত্র করিল ধারণ ॥
বরুণ ধরিলা পাশ
ত্রিশূল সে কীর্ত্তিবাস
বাসব ধরিল বজ্র, কালদণ্ড যম।
ব্রহ্মা দণ্ড কমণ্ডলু,—চক্র নারায়ণ ॥

৩১

ত্রৈলোক্য মণ্ডল হ'ল ভয়ে কম্পমান।
ছুটিল প্রলয় শব্দ কাঁপায়ে বিমান ॥
গর্জ্জে মুহুঃ মেঘদল
গর্জ্জে মুহুঃ বজ্রানল
শূন্য পথ হ'তে তাহা করি দরশন।
ডাকিয়া নারদ ঋষি কহেন তখন ॥

৩২

"কেন সৃষ্টি নাশ ওহে! লোকপালগণ?
ধরিয়াছ আদি অস্ত্র কিসের কারণ?
ক্রোধ ভাব পরিহর
অস্ত্র সম্বরণ কর
জাননা কি অজেয় যে পাণ্ডবের দল?
শক্তিভূত আদি অস্ত্র ক্ষেপণে কি ফল?

৩৩

বারিদ সম্ভূত বলী বারিদো যেমন।
নিভাইতে চপলারে পারেনা কখন ॥
তেমতি পাণ্ডব গণে
চেষ্টা করি প্রাণপণে
নারিবে তোমরা কভু করিতে নিধন।
তাই বলি মূল অস্ত্র কর সম্বরণ ॥"

৩৪

নারদের কথা সব করিয়া শ্রবণ।
হ'লেন দেবতাকুল চিন্তায় মগন ॥
এ দিকেতে মহামায়া
ত্রৈলোক্য সমর ছায়া
করিলেন দরশন হৃদয় দর্পণে।
উপজিল মহা ক্রোধ তারিণীর মনে ॥

৩৫

ডাকিনী যোগিনী আদি যত শক্তিগণে।
ডাকিলেন ভগবতী সমর কারণে॥
সমরে সাজিল তারা
চলিলেন ভবদারা
দানব দলনী মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
যথায় পাণ্ডব দেবে হইতেছে রণ॥

ইতি নৈশকামিনী কাব্যে যুদ্ধবর্ণনো নামো দ্বাদশঃ স্তবকঃ।

ত্রয়োদশ স্তবকঃ।

১

অয়ি মাতঃ সুররমে বিদ্যা প্রদায়িনি।
এস মা এ রণস্থল করি পরিহার॥
পাণ্ডু অন্তঃপুরে যথা আছে তুরঙ্গিণী।
চল মা নেহারী এবে কি দশা তাহার॥

* * * * * * * *

(পূর্ণ কোরস্)

২

বিরস বদনে ধরাসনে বসি
বিষাদে করেতে কপোল রাখি।
সজল নয়নে ভাবিছে উর্ব্বশী
চাঁদে যেন মেঘ রেখেছে ঢাকি॥

৩

এরূপ ভাবেতে রহি কিছুক্ষণ
কহিল উর্ব্বশী ফেলিয়া শ্বাস।
আর কত দিন করিয়া এমন্
এ পাপ ধরায় করিব বাস॥

৪

কবে হবে অষ্ট বজ্রের মিলন
কবে বা যাইব অমর পুরে?
কবে যে হইবে শাপ বিমোচন
শুভদিন আর কত বা দূরে॥

৫

আমি অভাগিনী পাপের আধার
একান্তই বিধি আমারে বাম।
তা' না' হ'লে কেন এ দশা আমার
ধরা যোনি—ত্যজি সরগ ধাম॥

৬

ত্রিদিব বিহনে পরাণে আমার
কুলিশ বেদনা সতত জাগে।
করিলে স্মরণ গতি আপনার
শেল ব্যথা সদা হৃদয়ে লাগে॥

৭

নাহি সুখলেশ ললাটে যাহার
বিধি প্রতিকুল সতত যায়।
কে করিবে দূর মনঃক্লেশ তার
সুখী করিবারে কে পারে তায়?

৮

এমন সময় শ্রবণে তাহার
পশিল ভীষণ সমর ধ্বনি।
সত্য কি সমর বাধিল এবার
ভাবি মনে তবে উঠিল ধনী॥

৯

আকুল আগ্রহে— দেখেতে তখন
চলিল উর্ব্বশী সমর পানে।
হৃদয় তাহার কাঁপিল সঘন
অসির নির্ঘোষ শুনিয়া কানে॥

১০

মহা রণস্থল করি দরশন
ভাবিল উর্ব্বশী আপন মনে।
দেখিনিত' হেন সমর কখন
নাশিবে কি সৃষ্টি এ মহারণে!

১১

বিরাজিত হায় লোকপালগণ
মূল অস্ত্র করে ধরিয়া ওই।
এ সকল তবু করি দরশন
শাপান্ত আমার হইল কৈ?

১২

হ'ল না কি অষ্ট বজ্রের মিলন
আমার উদ্ধার হল-না হবে ?
আর কত দিন করিয়া এমন
মরত যাতনা ভুগিতে হবে ?

১৩

হবেনা আমার শাপ বিমোচন
ভেবে ভেবে হ'ল শরীর ক্ষীণা।
ভবানীরে এবে করিব স্মরণ
কে আর তারিবে তারিণী বিনা॥

১৪

কোথা মা শঙ্করি ত্রিতাপ হারিণী
দুঃখিনীর পানে ফিরিয়া চাও।
যাচিছে করুণা এ হতভাগিনী
বরাভয় কর প্রসারি দাও॥

১৫

কি দোষ ক'রেছি বল্ মা আমার
এতেক যাতনা পেতেছি তাই ?
গলা ভেঙ্গে গেল করি হাহাকার
আমার কি তবে উপায় নাই ?

১৬

পূর্ব্বস্মৃতি মাগো করিছে আকুল
ডাকছেড়ে দেখ্ কাঁদিছে প্রাণ।
দুঃখিনীর প্রতি হ'য়ে অনুকুল
এ ঘোর সঙ্কটে কর্ মা ত্রাণ॥

১৭

নিরাশ্রয় এই জীবন আমার
কি করি বল্ গো কোথায় যাই ?
সাগরের তৃণ— কুল কোথা আর
তোমা বিনা মোর কেহ ত নাই॥

১৮

এস কৃপাময়ি— এস একবার
তোমা বিনা দুঃখ বলিব কাকে ?
মায়ের কি রাগ থাকে মা আবার
মেয়ে যদি 'মা''মা' বলিয়া ডাকে ?

১৯

চাও মুখ তুলি করুণা করিয়া
কৃপারসে নেমা' কোলেতে তুলে।
করুণাময়ীর কোলেতে বসিয়া
অপার যাতনা যাইব ভুলে॥

২০

অয়ি মহামায়ে বিশ্বপ্রসবিনী
তোমা বিনা আর কে আছে মোর ?
লোকে বলে তোরে জগত জননী।
আমি কি দুহিতা নহি মা তোর ?

২১

উর্ব্বশী-বিলাপ করিয়া শ্রবণ
নভোপথে থাকি ধ্বনিলা তারা।
"ধর সুরবালা ধৈরয এখন
মুছিয়া ফেল মা নয়ন ধারা॥"

২২

করমের ফল ভুগিতে কেবল
পেয়েছিস্ তুই এতেক দুঃখ।
মুছ সুরবালে নয়নের জল
ভুঞ্জিবি এবার ত্রিদিব সুখ॥

২৩

হয়নি বধির আমার শ্রবণ
শুনেছি গো তোর দুঃখের কথা।
সময়ে এখনি করিয়া গমন
ঘুচাব মা তোর মনের ব্যথা॥

২৪

দেখিতে দেখিতে অষ্ট শক্তিগণ
সমর ভূমিতে আসিল সবে।
সশঙ্কিত হ'ল পাণ্ডবের মন
কাঁপিল ভুবন "মাভৈঃ" রবে॥

২৫

আগত তারিণী; নত দেবগণ
ভাবিলেন তরী লাগিল তীরে।
হইল অমনি, প্রফুল্ল বদন
বিজয়ের আশা আসিল ফিরে॥

২৬

শেষে ভূতনাথে করি সম্বোধন
কহিলেন তারা সহাস মুখে।
শক্তিপতি হ'য়ে ওহে ত্রিলোচন
কিছু শক্তি নাই তোমার বুকে?

২৭

মানব সমরে বিভূতি ভূষণ
হ'য়েগেছ তুমি জড়ের প্রায়।
মূল অস্ত্র কেন করিবে ক্ষেপণ
নাহি কি তোমার শকতি হায়?

২৮

কহিলেন তবে শশাঙ্ক শেখর
বটে বটে রাগ করিতে পার।
উমাপতি সনে করিতে সমর
ধরে অস্ত্র হেন ক্ষমতা কার্?

২৯

শক্তির সেবক হয়গো যে জন
শক্তিহীন সেকি কথন হয়?
কার সাধ্য করে তার সনে রণ
কটাক্ষে যে জন করে প্রলয়॥

৩০

হাঁসিয়া কহেন ভবানী তখন
দাসীর নিকট কেন বা আর?
বীর গর্ব্ব নাথ কর প্রদর্শন
কথায় তোমায় পারা সে ভার ॥

৩১

মৃত্যুঞ্জয় নাম করিয়া ধারণ
মৃত্যুর অধীন মানব করে?
মৃত্যুঞ্জয়ী যশ ঘুচালে যখন
বৃথা গর্ব্ব তবে কিসের তরে?

৩২

আদ্যাশক্তি পতি তুমিহে ঈশান
নিস্তেজ—নির্জ্জীব—পাণ্ডব কুল—
করিতে নিধন তাহাদের প্রাণ
কি জানি কি ভাবে ধরেছ শূল?

৩৩

অন্য অস্ত্রে নাকি হ'তনা সে কায
মূল অস্ত্র তুমি ধরিলে তাই?
আছে কিগো ঠাঁই রাখিতে এ লাজ
অযশের ভয় তোমার নাই?

৩৪

পতি হ'য়ে দেখ প্রেয়সীর বল
এখনি পাণ্ডব নিধন করি।
স্বয়ম্ভুর সৃষ্টি যাক্ রসাতল
তোমার অযশে প্রাণে যে মরি !!

৩৫

এত বলি তারা দাঁড়ান অমনি
দানব দলনী মূরতী ধরে।
অট্ট অট্ট হাস্যে ভরিল অবনী
উলঙ্গ কৃপাণ শোভিল করে ॥

৩৬

এতদিন পরে দেব নারীকায়
কাল বিভাবরী হইল শেষ।
শাপ বিমোচন হইল এবার
ধরিল অশ্বিনী রমণী বেশ॥

৩৭

শঙ্কি করে তারা;— নিরখি নয়নে
বিনোদ বদনে উর্ব্বশী তবে।
উপস্থিত হ'য়ে দণ্ডীর সদনে
কহিতে লাগিল মধুর রবে॥

৩৮

হে অবন্তীরাজ! ধার্ম্মিক সুজন
দেখ একবার নয়ন মেলি।
হ'য়েছে আমার শাপ বিমোচন
চলিনু ত্রিদিবে তোমারে ফেলি॥

৩৯

ভুলে যাও নাথ আমায় এবার
দুরাশায় হৃদে দিওনা স্থান।
হৃদে আসি যেন ভাবনা তোমার
করেনা কখন আকুল প্রাণ॥

৪০

ক'রেছি শ্রীপদে কত অপরাধ
বলেছি কতই অকথা কথা।
আমারি কারণে ঘটেছে প্রমাদ
স্মরিলে এসব পাইবে ব্যথা॥

৪১

তোমার মতন গুণের রতন
আর না মিলিবে ধরণী তলে।
বিপদে সম্পদে সমান যে জন
মানস যাহার নাহিক টলে॥

৪২

ক্ষম প্রাণাধিক ! দাসীরে তোমার
মনেই রহিল মনের সাধ।
কি করিবে বল মিছা ভেবে আর
সংসারে পিরীতি বালির বাঁধ ॥

৪৩

উর্ব্বশীর বাণী করিয়া শ্রবণ
মূর্চ্ছিত হইল অবন্তী রাজ।
কহে ক্ষণ পরে পাইয়া চেতন
কেন শিরে মোর হানিলে বাজ ?

৪৪

দিবরাত যেতে কোথা যাবে প্রিয়ে
তোমার বিহনে কেমনে রব ?
পাষাণ হৃদয়ে তোমারে ভুলিয়ে
জীবনের ভার কেমনে বব ?

৪৫

জীবন ভরিয়া প্রেয়সি তোমায়
বাসিতাম ভাল প্রাণের মত।
তবে কেন তুমি ছাড়িবে আমায়
করিনিত' তব আদর হত ?

৪৬

দেখেছি খুঁজিয়া এ তিন ভুবন
তোমার বিহনে নাহিক সুখ।
ভুলেছি যে আমি রাজ্যধন জন
কেবল হেরিয়া তোমারি মুখ ॥

৪৭

চাহিনাক আর রাজ্যধন ছার
এস প্রাণাধিকে হৃদয়ে ধরি।
মধুমাখা কথা শুনিয়া তোমার
তাপিত জীবন শীতল করি ॥

৪৮

যদি কিছু দোষ　　ক'রে থাকি পদে
ভুলে যাও তুমি সে সব দোষ।
প্রেমাধীন আমি　　ক্ষমলো প্রমদে
মনে ক'রে কিছু ক'রোনা রোষ॥

৪৯

আর কিগো দেখা　　পাব না কখন
হেরিব না আর ও চাঁদ মুখ?
করি তব সনে　　প্রেম আলাপন
পাব না কি আর বিমল সুখ?

৫০

তোমারি লাগিয়ে　　হ'য়ে অপমান
কলঙ্কের ডালি শিরেতে ব'য়ে।
কুলের গৌরব　　দিনু বলিদান
কত "ছি" "ছি" গ্লানি হৃদয়ে স'য়ে॥

৫১

তোমারি কারণে　　ত্যজি রাজ্যধন
সাজিলাম পশু নৃপতি কুলে।
করিনু সংকল্প　　ত্যজিতে জীবন
পরিণাম পানে না চেয়ে ভুলে॥

৫২

কিন্তু একি তব　　অন্তর পাষাণ
সুধাপাত্রে দিলে গরল ঢেলে?
হৃদয়ে আমার　　স্থাপিয়া শ্মশান
কোথা চ'লে যাবে একাকী ফেলে॥

৫৩

দণ্ডীর বচন　　করিয়া শ্রবণ
কহিল উর্ব্বশী মধুর স্বরে।
ধর ধৈর্য্য ধর　　অবন্তী রাজন
কেন কর শোক আমার ত'রে॥

৫৪

তরু ও অচল যদি হে উভয়
বিচলিত হয় সমীর বলে।
শাখী ও অচলে প্রভেদ কি রয়
পর্ব্বতে তবে কি অচল বলে ?

৫৫

* পৌষমাসের চন্দ্রমা যেমন
বরিষে শিশির তেমতি হায়।
কাঁদিতে লাগিল নৃপতি তখন
নয়ন সলিলে তিতিল কায় ॥

৫৬

ক্ষণপরে ভূপ কহিল আবার
বিষাদিত চিতে ফেলিয়া শ্বাস।
প্রেম প্রতিদান ত্যজিয়া তোমার
কেমনে ধরায় করিব বাস ?

৫৭

অবন্তীর আমি নাম মাত্র পতি
ভালবাসি আমি তোমারে খালি।
ভোল স্বর্গপুর করিলো মিনতি
বাড়া ভাতে আর দিও না বালি।

৫৮

সহে বিভাবরী বিরহ বেদন
শশাঙ্কেরে পুনঃ পাইবে বোলে।
তুমি যে যাইবে জন্মের মতন
ভাসায়ে আমায় অতল জলে ॥

৫৯

শস্য বিনাশক শিলা বরিষণ
ক্ষণ-প্রভা পতি যেমন করে।
কহিল উর্ব্বশী তেমতি তখন
বাষ্প গদ গদ করুণ স্বরে ॥

৬০

জাননা কি সখে ক্রূরা নারী জাতি
অন্তরে গরল মুখেতে মধু ?
আপনার ইষ্ট করিতে সাধন
পুরুষেরে বলে পরাণ বঁধু ॥

৬১

এতেক বলিয়া ত্রিদশ রমণী
চলি গেল সুখে ত্রিদশ পুরে।
মূর্চ্ছিত হইল ভূপতি অমনি
বলি—"কোথা যাস্ পাষাণী ক্রূরে ॥

৬২

এমন সময় দণ্ডী নরবর
করিল শ্রবণ—শিহরে প্রাণ।
কে যেন অমনি আচ্ছাদি অম্বর
বিয়োগান্ত গীতি করিল গান॥

* * * * * * *

(পাঠান্তর)

৬৩

উর্ব্বশীর শাপ হ'ল বিমোচন
করি দরশন সহাস মুখে !
সমরে শিথিল যত বীরগণ
নবীন উল্লাস ধরিল বুকে ॥

৬৪

পাঞ্চজন্য নাদ করিলেন হরি
তাহে অনুভব হইল হেন।
স্বোপার্জ্জিত যশ স্বকরেতে ধরি
করিলেন পান শ্রীহরি যেন ॥

ইতি নৈশকামিনী কাব্যে উর্ব্বশী-উদ্ধারো নামঃ ত্রয়োদশঃ স্তবকঃ।

চতুর্দ্দশ স্তবকঃ।

প্রভাত হইল নিশি; উজলিয়া দশ দিশি,
ঊষার অঞ্চল ধরি দিবাকর উদিল।
ধরিয়া যামিনী কর, লুকাইল শশধর,
বিরহিনী কুমুদিনী—লাজে আঁখি মুদিল॥
হেরিয়া পতির মুখ, পাইয়া বিমল সুখ,
সরোবরে সরোজিনী—আধ আধ ফুটিল।
শীতল মলয়ানীল, চারু অঙ্গ ছুঁয়ে দিল,
সৌরভে গৌরবে ত'র মধুকর জুটিল॥
প্রেয়সীর মুখখানি, সুধার সদন মানি,
সুশীতল শতদল, হৃদিতলে দলিল।
নিদয় বঁধুর চাপে— কোমল কমল কাঁপে;
সরোজ বদন মধু, পানে অলি ঢলিল॥
বসিয়া বিটপী'পরে, মিশিয়া পঞ্চম স্বরে,
রসীক বিহঙ্গকুল সুললিতে গাহিল।
মিটাইয়া রতি সাধ, খুলি আলিঙ্গন ফাঁদ,
শয্যা পরিহরি, নর নারীকুল চাহিল॥

* * * * * * *

হ'ল যদি মূর্চ্ছাভঙ্গ, বসনে ঝাড়িয়া অঙ্গ,
অবন্তীর পতি দণ্ডী ধরাসনে বসিল।
কেঁদে কেঁদে আঁখি রাঙ্গা, হৃদয়ের বৃন্ত ভাঙ্গা,
নিবিড় আঁধার আসি আঁখি যুগে পশিল॥
মুখ চাপি কর তলে, তিতিয়া নয়ন জলে,
কহিতে লাগিল রাজা আধ আধ স্বরেতে—
"মানস! শুনরে বলি, কেনবা এমন হলি?
পরের বেদন কভু বোঝেনাত' পরেতে॥"
"জাননা কি নারীগণ, কটাক্ষে হরিলে মন,
সুখের অবধি আর থাকেনা হে থাকেনা।
দেখা'য়ে রসের ধূম, লম্পটে পাড়া'য়ে ঘুম,
শেষে তার ধনে প্রাণে রাখেনা হে রাখেনা॥"

"শিরে ফণী মণি ধ'রে আনন্দে ভ্রমণ করে;
(লোভে লোক, পরিণাম জানেনা হে জানেনা।)
যেবা যায় ধরিবারে, তখনি বিনাশ তারে,
মিনতি বিনতি শেষ মানেনা হে মানেনা॥"

"রমণীর প্রেমে যেই, মজিবে, জানিও সেই—
প্রকৃত আনন্দ কভু পায়না হে পায়না।
প্রথমে পরম সুখ, পরেতে বিদরে বুক,
শেষে পাপ অনুতাপ যায়না হে যায়না॥"

"রমণীর ভালবাসা, শেষে হয় প্রাণনাশা,
মহা অভিমানে নারী জগত জ্বালায় হে।
কঠিনা নারীর প্রাণ, প্রেম কোথা পাবে স্থান,
রমণী জ্বলিয়া মরে তপ্ত আকাঙ্ক্ষায় হে॥"

"উদাস হৃদয় মোর, কেঁদে যে হইল ভোর,
সেত মোরে অবহেলে যাইল গো ফেলিয়া।
এই দুঃখ এ যন্ত্রণা, প্রিয়া মোর বুঝিলনা,
কেমনে অবাধ্য চিত্ত রাখিব গো ধরিয়া॥"

"তারে যে পাইলে কোলে হৃদয় আপনা ভোলে,
সে' ত' বুঝিলনা ইহা—এ যে বড় দায় হে।
কিসে না দেখিয়া তারে, ভুলেযাব একেবারে,
তাহার বিহনে মুখ বিষাদে মিলায় হে॥"

"প্রাণপণে অবিরত যতন করিনু কত,
চাহিলনা সে পাষাণী একবারও ফিরিয়া।
ফেলিয়া বিরহানলে, সেত গো যাইল চ'লে,
অভাগার জীবনের সুখ শান্তি হরিয়া॥"

"অলস যৌবন ভারে, ভাল বাসিলাম তারে,
ভাবিলাম—উজলিবে হীরা আর হেমেতে।
করি কত সযতন, তুষিতে নারিনু মন,
নাহি আর প্রয়োজন কামিনীর প্রেমেতে॥"

এইরূপে নানামত, বিলাপ করিয়া কত,
চলিলেন দণ্ডীরাজ যুধিষ্ঠির সদনে।
দণ্ডী গৌরবের হেতু, দণ্ডী এ যশের কেতু,
বিচারিয়া, তাঁরে, সবে তুষিলেন যতনে॥

পাণ্ডব কৌরব মিলে, দণ্ডীরে বিদায় দিলে,
স্বরাজ্যেতে দণ্ডীরাজ আগমন করিল।
করি তাঁর দরশন, প্রফুল্লিত প্রজাগণ
বিধুরা মহিষী কুল নবভাব ধরিল ॥
ঘুচিল দণ্ডীর শঙ্কা, পাণ্ডবের জয় ডঙ্কা,
বিকাম্পিয়া ত্রিভুবন ঘোর রবে বাজিল।
করি রণ সমাপন, সকলে প্রফুল্ল মন,
বীরেশ জননীরূপে ইন্দ্রপ্রস্থ সাজিল ॥
আশীর্ব্বাদি যুধিষ্ঠিরে প্রশংসিয়া ভীমবীরে
সমাগত দেববৃন্দ মাধবের সদনে।
ব্রহ্মা, বাসবাদি তবে, বিদায় লইয়া সবে,
চলিলেন নাকপুরে প্রফুল্লিত বদনে ॥
বিজয়ী পাণ্ডব যশ, ত্রিলোক করিল বশ,
উল্লাসে অধরে হাঁসি প্রকৃতির খুলিল।
শ্রীহরি-চরণ স্মরি, সন্তোষ আশ্রয় করি,
হরষে নবীন কবি ছন্দ বন্দ ভুলিল ॥

ইতি শ্রী নৈশকামিনী কাব্যে দণ্ডী-বিলাপো নামঃ চতুর্দ্দশ স্তবকঃ।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।